সংস্কৃত

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবল দলের অর্জন: বঙ্গমাতা আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ

২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো আয়োজিত বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব-১৯ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ, মঙ্গোলিয়া, লাওস, তাজিকিস্তান, কিরগিজস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত এর নারী ফুটবলাররা অংশগ্রহণ করেন। লাল-সবুজের প্রতিনিধি বাংলাদেশ দল দুর্দান্ত খেলে ফাইনালে পৌঁছে যায় । তবে বাংলাদেশ-লাওস ফাইনাল খেলাটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাতিলের সিদ্ধান্ত হলে উভয় দলকেই যুগ্মভাবে জয়ী ঘোষণা করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৭ শিক্ষাবর্ষ
থেকে সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

সংস্কৃত

সপ্তম শ্রেণি

রচনা

ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল
ড. দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য
নিরঞ্জন অধিকারী

সম্পাদনা

ড. মাধবী রাণী চন্দ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য "শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স" গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন-মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষা বিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায়, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

সংস্কৃত ভাষাকে আরও জীবনভিত্তিক ও সমকালীন চাহিদার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এ বইটি পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা হরফে গীতা, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাই এই পুস্তকটির সাহিত্যাংশের পাঠ্যসমূহ বাংলা হরফে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছে। এ পুস্তকটি অধ্যয়ন করে শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষা শেখা ও বলার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীর হাতে সময়মতো পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এ পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল তারা উপকৃত হবে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্রম্

প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাঠঃ

কৃষক-রাজহংসী-কথা

অয়ং বিষ্ণুপুরং নাম গ্রামঃ। অত্র গোপালো নাম দরিদ্রঃ কৃষকো নিবসতি। তস্য একা রাজহংসী অস্তি। সা প্রত্যহম্ একং স্বর্ণডিম্বং প্রসূতে। তেন কৃষকঃ আনন্দিতো ভবতি। একদা স চিন্তয়তি, "অস্যাঃ গর্ভে অবশ্যমেব বহবঃ স্বর্ণডিম্বাঃ সন্তি। যদ্যহং সর্বান্ ডিম্বান্ একত্র প্রাপ্নোমি তর্হি ধনবান্ ভবিষ্যামি।"
একদা লোভী কৃষকঃ হংসীং নিহন্তি। কিন্তু স তস্যাঃ গর্ভে একমপি ডিম্বং ন প্রাপ্নোতি। তস্মাৎ তস্য মনসি অতীব দুঃখং জায়তে। অতঃ স উচ্চৈঃ রোদিতি।

লোভঃ দুঃখস্য কারণম্।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : নিবসতি - বাস করে। তস্য - তার। প্রত্যহম্ - প্রতিদিন। প্রসূতে - প্রসব করে। চিন্তয়তি - চিন্তা করে। অস্যাঃ - এর। প্রাপ্নোমি - পাই। তর্হি - তাহলে। নিহন্তি - হত্যা করে। প্রাপ্নোতি - পায়। তস্মাৎ - সেই হেতু। মনসি - মনে। জায়তে - জন্মগ্রহণ করে। রোদিতি - রোদন করে। দুঃখস্য - দুঃখের।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিশেষণ : গোপালো নাম = গোপালঃ + নাম। কৃষকো নিবসতি = কৃষকঃ + নিবসতি। প্রত্যহং = প্রতি + অহং। অবশ্যমেব = অবশ্যম্ + এব। একমপি = একম্ + অপি। অতীব = অতি + ইব। যদ্যহম্ = যদি + অহম্।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : স্বর্ণডিম্বং - কর্মে ২য়া। তেন - হেত্বর্থে ৩য়া। অস্যাঃ - সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। হংসীং - কর্মে ২য়া। গর্ভে - অধিকরণে ৭মী। তস্মাৎ - হেত্বর্থে ৫মী। মনসি - অধিকরণে ৭মী।

প্রশ্নমালা

১) **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :**

ক) বিষ্ণুপুর একটি নদীর / পাহাড়ের / শহরের / গ্রামের নাম।

খ) রাজহংসী প্রসব করত সোনার / রুপার / হীরার / মুক্তার ডিম।

গ) লোভী কৃষক রাজহংসীকে আঘাত করেছিল / মেরেছিল / খাঁচায় ভরেছিল / নদীতে ছেড়ে দিয়েছিল।

ঘ) স্বর্ণডিম্ব না পেয়ে কৃষক বিলাপ করেছিল / মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল / ছেলেকে মেরেছিল / রোদন করেছিল।

ঙ) লোভ পাপের / বেদনার / যন্ত্রণার / দুঃখের কারণ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) ——— কৃষকঃ আনন্দিতো ভবতি।

খ) লোভী কৃষকঃ হংসীং———।

গ) মনসি ——— দুঃখং জায়তে।

ঘ) অতঃ স ——— রোদিতি।

ঙ) ——— দুঃখস্য কারণম্।

৩। বাংলায় উত্তর দাও :

ক) বিষ্ণুপুর কিসের নাম ?

খ) গোপাল কে ছিল ?

গ) গোপাল কোথায় বাস করত ?

ঘ) রাজহংসী প্রতিদিন কি প্রসব করত ?

ঙ) একদিন কৃষক কি করেছিল ?

চ) কৃষকের মনে দুঃখ হয়েছিল কেন ?

ছ) লোভ কিসের কারণ ?

৪। বাক্য রচনা কর :

অত্র, অস্তি, প্রসূতে, একত্র, মনসি।

৫। শব্দার্থ লেখ :

প্রত্যহম্, চিন্তয়তি, তস্য, প্রাপ্নোমি, দুঃখস্য।

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

প্রত্যহং, অবশ্যমেব একমপি, যদ্যহম্।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

তেন, তস্মাৎ, হংসীং, মনসি, গর্ভে।

৮। গল্পটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখ।

৯। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

ক) তস্য একা .... প্রসূতে।

খ) একদা স .... ভবিষ্যামি।

গ) কিন্তু স .... জায়তে।

১০। 'কৃষক-রাজহংসী-কথা' গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ।

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ

কাক-শৃগাল-কথা

অস্তি গ্রামপ্রান্তে একং শ্যামলমরণ্যম্। তত্র তিষ্ঠতি একো বিশালঃ বটবৃক্ষঃ। একদা একঃ কাকঃ কস্যচিৎ কৃষকস্য গৃহাৎ একং পিষ্টকখণ্ডম্ আনীতবান্। ততঃ স বৃক্ষশাখায়াম্ উপবিষ্টঃ। তস্মিন্ কালে একঃ শৃগালঃ তত্রাগতঃ। কাকস্য মুখে পিষ্টকখণ্ডং দৃষ্ট্বা তস্য লোভো জাতঃ। সঃ অবদৎ, “মিত্র! মধুরং তে দর্শনম্। কণ্ঠোঽপি মধুরঃ। তব কণ্ঠাৎ গানং শ্রোতুম্ ইচ্ছামি। কৃপয়া গানং কুরু। প্রসন্নং ভবতু মে মনঃ।”

শৃগালস্য মুখাৎ প্রশংসাং শ্রুত্বা কাকঃ বিমুগ্ধঃ অভবৎ। স পরমানন্দেন ‘কা কা’ ইতি শব্দমকরোৎ। তেন তস্য মুখাৎ পিষ্টকখণ্ডং ভূমৌ পতিতম্। শৃগালঃ হর্ষেণ তদ্ ভক্ষয়তি স্ম।

খলো ন বিশ্বসনীয়ঃ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : অরণ্যম্—বন। তত্র—সেখানে। কৃষকস্য—কৃষকের। গৃহাৎ—ঘর থেকে। আনীতবান্—এনেছিল। বৃক্ষশাখায়াম্—গাছের ডালে। দৃষ্ট্বা—দেখে। পিষ্টকখণ্ডং—পিঠার টুকরো। শ্রোতুম্– শুনতে। কৃপয়া– দয়া করা। শ্রুত্বা– শুনে। ভূমৌ– মাটিতে। হর্ষেণ– আনন্দের সঙ্গে।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ: শ্যামলমরণ্যম্ = শ্যামলম্ + অরণ্যম্। তত্রাগতঃ = তত্র + আগতঃ। কণ্ঠোঽপি = কণ্ঠঃ + অপি। পরমানন্দেন = পরম + আনন্দেন। শব্দমকরোৎ = শব্দম্ + অকরোৎ। খলো ন = খলঃ + ন।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : গ্রামপ্রান্তে—অধিকরণে ৭মী। গৃহাৎ—অপাদানে ৫মী। বৃক্ষশাখায়াম্ = অধিকরণে ৭মী। পিষ্টকখণ্ডং—কর্মে ২য়া। কৃপয়া—হেত্বর্থে ৩য়া। মুখাৎ—অপাদানে ৫মী। শৃগালঃ—কর্তায় ১মা।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) কাক কৃষকের ঘর থেকে এনেছিল মাছ / পিঠা / ইঁদুর / মাংস।

খ) পিঠা নিয়ে কাক বসেছিল গাছের ডালে / ঘরের চালে / ফুলবাগানে / আমগাছের অগ্রভাগে।

গ) শৃগালের লোভ হয়েছিল মাংস / মাছ / কলা / পিঠা দেখে।

ঘ) শৃগাল কাককে সম্বোধন করেছিল ভাই / মিত্র / দাদা / কাকা বলে।

ঙ) পিঠার টুকরো পড়েছিল মাটিতে / টিনের চালে / গাছের ডালে / নদীর জলে।

২। বাংলায় উত্তর দাও :

ক) বটবৃক্ষটি কোথায় ছিল ?

খ) কাক কৃষকের ঘর থেকে কি এনেছিল ?

গ) কাকটি কোথায় বসেছিল ?

ঘ) শৃগাল কোথায় এসেছিল ?

ঙ) তার লোভ হল কেন ?

চ) শৃগাল কাককে কি বলেছিল ?

ছ) কাক কেন মুগ্ধ হল ?

জ) মুগ্ধ হয়ে কাক কি করল ?

ঝ) পিষ্টকখণ্ড কোথায় পড়ে গেল ?

ঞ) শৃগাল তখন কি করল ?

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) অস্তি গ্রামপ্রান্তে ———শ্যামলমরণ্যম্।

খ) স ———উপবিষ্টঃ।

গ) কণ্ঠোঽপি ———।

ঘ) ——— ভবতু মে মনঃ।

ঙ) পিষ্টকখণ্ডং ভূমৌ ———।

৪। বাক্যরচনা কর :

গৃহাৎ, কাকস্য, দর্শনম্, মনঃ, ভূমৌ।

৫। শব্দার্থ লেখ:

গৃহাৎ, বৃক্ষশাখায়াম্, আনীতবান্, দৃষ্ট্বা, শ্রোতুম্।

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

তত্রাগতঃ, কণ্ঠোঽপি, পরমানন্দেন, শব্দমকরোৎ, লোভো জাতঃ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

গৃহাৎ, বৃক্ষশাখায়াম্, পিষ্টকখণ্ডং, কণ্ঠাৎ, শৃগালঃ, ভূমৌ।

৮। গল্পটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখ এবং তার বাংলা অনুবাদ কর।

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

ক) একদা একঃ ....তত্রাগতঃ।

খ) সঃ অবদৎ ....ইচ্ছামি।

গ) শৃগালস্য মুখাৎ ....শব্দমকরোৎ।

ঘ) তেন তস্য ....ভক্ষয়তি স্ম।

১০। ‘কাক-শৃগাল-কথা’ গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ।

তৃতীয়ঃ পাঠঃ

মিথ্যাবাদী মেষপালকঃ

আসীৎ রমেশো নাম কশ্চিৎ মেষপালকঃ। স প্রতিদিনং ক্ষেত্রেষু মেষান্ অচরয়ৎ। কৌতুকাৎ প্রায়শঃ সোঽবদৎ, “ভো জনাঃ! ব্যাঘ্রঃ আগতঃ। কৃপয়া রক্ষত মে জীবনম্।” তস্য আর্তনাদং শ্রুত্বা লোকাস্তত্র আগচ্ছন্। স তান্ দৃষ্ট্বা উচ্চৈরহসৎ। প্রতারিতাঃ জনাঃ গৃহং প্রত্যাগতাঃ। প্রায় এব স এবং করোতি স্ম।

একদা সত্যমেব কশ্চিৎ ব্যাঘ্রঃ আগতঃ। ভয়ার্তঃ মেষপালকঃ প্রাণরক্ষার্থং জনান্ আহূতবান্। কিন্তু স মিথ্যাবাদী ইতি সর্বে অমন্যন্ত। অতো ন কোঽপি তৎসমীপম্ আগতঃ। ব্যাঘ্রঃ অনায়াসেন রমেশং মেষান্ চ অভক্ষয়ৎ।

পরিহাসেনাপি মিথ্যাভাষণং ন কর্তব্যম্।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : আসীৎ — ছিল। অচরয়ৎ — চরাত। ব্যাঘ্রঃ — বাঘ। কৃপয়া — দয়া করে। শ্রুত্বা — শুনে। দৃষ্ট্বা — দেখে। অহসৎ — হেসেছিল। ভয়ার্তঃ — ভীত। প্রাণরক্ষার্থং — প্রাণরক্ষার জন্য। আহূতবান্ — ডেকেছিল। অভক্ষয়ৎ — খেয়েছিল।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ : কশ্চিৎ = কঃ + চিৎ। সোঽবদৎ = সঃ + অবদৎ। লোকাস্তত্র = লোকাঃ + তত্র। উচ্চৈরহসৎ = উচ্চৈঃ + অহসৎ। সত্যমেব = সত্যম্ + এব। কোঽপি = কঃ + অপি। পরিহাসেনাপি = পরিহাসেন + অপি।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর : ক্ষেত্রেষু — অধিকরণে ৭মী। কৌতুকাৎ — হেতু অর্থে ৫মী। কৃপয়া — হেতু অর্থে ৩য়া। তান্ — কর্মে ২য়া। সর্বে — কর্তায় ১মা। রমেশং, মেষান্ — কর্মে ২য়া।

প্রশ্নমালা

১। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :**

ক) মেষপালক কৌতুক করে বলত সিংহ / বাঘ / ভলুক / সর্প এসেছে।
খ) লোকজনকে দেখে মেষপালক হাসত / কাঁদত / নাচত / গাইত।
গ) বাঘ দেখে মেষপালক কেঁদেছিল / বিলাপ করেছিল / জনগণকে ডেকেছিল / শুয়ে পড়েছিল।
ঘ) ব্যাঘ্র মেষপালককে / মেষপালকে / গরুগুলোকে / মেষপালক ও মেষপালকে খেয়েছিল।

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) স প্রতিদিনং ক্ষেত্রেষু ——— অচরয়ৎ।

খ) ——— আর্তনাদং শ্রুত্বা লোকাস্তত্র আগচ্ছন্।

গ) স তান্ দৃষ্ট্বা ——— ।

ঘ) ——— এব স এবং করোতি স্ম।

ঙ) মিথ্যাভাষণং ন ——— ।

৪। বাক্য গঠন কর :

নাম, আগতঃ, ব্যাঘ্রঃ, মেষান্, অভক্ষয়ৎ।

৫। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদের মিল কর :

বামপাশ	ডানপাশ
রমেশঃ	প্রতারিতাঃ
ব্যাঘ্রঃ	মেষপালকঃ
লোকাস্তত্র	আগতঃ
সঃ	আগচ্ছন্
জনাঃ	অবদৎ

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

কশ্চিৎ, সত্যমেব, লোকাস্তত্র, কোঽপি, পরিহাসেনাপি।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

কৌতুকাৎ, ক্ষেত্রেষু, মেষান্, কৃপয়া, সর্বে।

৮। গল্পটির উপদেশ সংস্কৃতে লেখ।

৯। বাংলায় উত্তর দাও :

ক) মেষপালকের নাম কি ছিল ?

খ) মেষপালক কোথায় মেষ চরাত ?

গ) মেষপালক প্রায়ই কি বলত?

ঘ) বাঘ এলে মেষপালক কি করেছিল?

ঙ) মেষপালককে রক্ষা করতে কেউ এল না কেন?

চ) বাঘ কি করেছিল?

১০। বাংলায় অনুবাদ কর :

ক) কৌতুকাৎ .... জীবনম্।

খ) স তান্ ....প্রত্যাগতাঃ।

গ) একদা সত্যমেব ....অমন্যন্ত।

ঘ) অতো ন .... অভক্ষয়ৎ।

১১। ‘মিথ্যাবাদী মেষপালকঃ’ গল্পটি বাংলা ভাষায় লেখ।

চতুর্থঃ পাঠঃ

হংস-কাক-ব্যাধ-কথা

অস্তি রামকৃষ্ণপুরে একো বিশালঃ বটবৃক্ষঃ। তত্র হংসকাকৌ নিবসতঃ। একদা গ্রীষ্মকালে পরিশ্রান্তঃ কশ্চিৎ ব্যাধঃ তত্র আগতঃ। ততঃ স বৃক্ষতলে সুখেন নিদ্রাং গতঃ। ক্ষণান্তরে তস্য মুখমণ্ডলে সূর্যকরঃ পতিতঃ।

ততো হংসঃ কৃপয়া পক্ষযুগলেন ব্যাধস্য মুখে ছায়াং কৃতবান্। দুষ্টঃ কাকঃ তন্মুখে পুরীষং ত্যক্ত্বা পলায়িতঃ। ক্ষণাদন্তরং ব্যাধঃ নিদ্রায়াঃ উত্থায় তস্য মুখে পুরীষমপশ্যৎ। ঊর্ধ্বং নিরীক্ষ্য স হংসং দৃষ্টবান্। তেন তস্য মনসি ক্রোধঃ সঞ্জাতঃ। স শরাঘাতেন হংসং নিহতবান্।

ত্যজ দুর্জনসংসর্গম্।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : হংসকাকৌ — হাঁস ও কাক। কশ্চিৎ — কোনও। ব্যাধঃ — শিকারি। বৃক্ষতলে — গাছের নিচে। সূর্যকরঃ — সূর্যকিরণ। পক্ষযুগলেন — দুটি পাখার দ্বারা। পুরীষং — মল। ত্যক্ত্বা — ত্যাগ করে। পলায়িতঃ — পালিয়ে গেল। নিদ্রায়াঃ — ঘুম থেকে। উত্থায়- উঠে। নিরীক্ষ্য — দেখে। দৃষ্টবান্ — দেখেছিল।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ : ক্ষণান্তরে = ক্ষণ + অন্তরে। তন্মুখে = তৎ + মুখে। ক্ষণাদন্তরং = ক্ষণাৎ + অন্তরং। পুরীষমপশ্যৎ = পুরীষম্ + অপশ্যৎ। শরাঘাতেন = শর + আঘাতেন।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : রামকৃষ্ণপুরে — অধিকরণে ৭মী। গ্রীষ্মকালে — কালাধিকরণে ৭মী। হংসঃ — কর্তায় ১মা। পুরীষং — কর্মে ২য়া। নিদ্রায়াঃ — অপাদানে ৫মী। শরাঘাতেন — করণে ৩য়া।

প্রশ্নমালা

১। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :**

ক) বটগাছে বাস করত একটি হাঁস / একটি কাক / একটি শকুনি / একটি হাঁস ও একটি কাক।

খ) ব্যাধ বটগাছের নিচে এসেছিল গ্রীষ্মকালে / বর্ষাকালে / শরৎকালে / হেমন্তকালে।

গ) ঘুম থেকে উঠে ব্যাধ তার মুখে দেখেছিল কাদা / ঘাম / পুরীষ / আবর্জনা।

ঘ) ব্যাধ হাঁসটিকে মেরেছিল ত্রিশূল / শর / চক্র / অঙ্কুশ দ্বারা।

২। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

ক) অত্র ——— নিবসতঃ।

খ) মুখমণ্ডলে ——— পতিতঃ।

গ) ——— মুখে পুরীষমপশ্যৎ।

ঘ) স শরাঘাতেন হংসং ——— ।

ঙ) ——— দুর্জনসংসর্গম্।

৩। **নিচের পদগুলোর সাহায্যে বাক্য রচনা কর :**

বিশালঃ, ব্যাধঃ, কৃপয়া, পলায়িতঃ, ত্যজ।

৪। **শব্দার্থ লেখ :**

হংসকাকৌ, সূর্যকরঃ, ত্যক্ত্বা, পক্ষযুগলেন, পলায়িতঃ।

৫। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :**

রামকৃষ্ণপুরে, হংসঃ, নিদ্রায়াঃ, শরাঘাতেন, পুরীষম্।

৬। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর :**

শরাঘাতেন, তন্মুখে, পুরীষমপশ্যৎ, ক্ষণান্তরে।

৭। **গল্পটির নীতিবাক্য সংস্কৃত ভাষায় লেখ ও বাংলায় অনুবাদ কর।**

৮। **বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :**

ক) একদা গ্রীষ্মকালে .... পতিতঃ।

খ) ততো হংসঃ .... পলায়িতঃ।

গ) ঊর্ধ্বং নিরীক্ষ্য .... সঞ্জাতঃ।

৯। **‘ত্যজ দুর্জনসংসর্গম্’– এই নীতিবাক্য অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় একটি গল্প লেখ।**

পঞ্চমঃ পাঠঃ

সিংহ-মূষিক-কথা

আসীৎ সুন্দরবনে কশ্চিৎ সিংহঃ। স একদা সুখেন নিদ্রাং গতঃ। তদা কশ্চিৎ মূষিকঃ তস্যোপরি পুনঃ পুনঃ অধাবৎ। তেন সিংহো নিদ্রায়াঃ জাগরিতঃ। কোপাৎ স মূষিকং হস্তেন ধৃতবান্। ভীতো মূষিকোঽবদৎ, “রাজন্! ক্ষমাং কুরু। রক্ষ মাম্। অস্মত্তে কদাপি উপকারো ভবেৎ।” সিংহঃ অহসৎ অবদচ্চ, “ক্ষুদ্রাৎ মূষিকাৎ মে উপকারো ভবিষ্যতি? ভবতু, মুক্তস্ত্বম্।”

একদা স সিংহো ব্যাধস্য জালে ধৃতঃ। বিপদাপন্নঃ স গর্জতি স্ম। সিংহস্য গর্জনং শ্রুত্বা মূষিকঃ তত্রাগতঃ। ততঃ স দন্তৈঃ পাশং ছিনত্তি স্ম। তেন সিংহঃ পাশমুক্তঃ অভবৎ।

ক্ষুদ্রোঽপি ন উপেক্ষণীয়ঃ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : তদা — তখন। তস্যোপরি — তার উপরে। নিদ্রায়াঃ — ঘুম থেকে। কোপাৎ — ক্রোধবশত। হস্তেন — হাত দিয়ে। ধৃতবান্ — ধরেছিল। রক্ষ — রক্ষা কর। অস্মৎ — আমা থেকে। মূষিকাৎ — ইঁদুর থেকে। গর্জতি স্ম — গর্জন করেছিল। দন্তৈঃ — দাঁত দিয়ে। ছিনত্তি স্ম — ছেদন করেছিল।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ : তস্যোপরি = তস্য + উপরি। মূষিকোঽবদৎ = মূষিকঃ + অবদৎ। অস্মত্তে = অস্মৎ + তে। অবদচ্চ = অবদৎ + চ। মুক্তস্ত্বম্ = মুক্তঃ + ত্বম্। বিপদাপন্নঃ = বিপৎ + আপন্নঃ। তত্রাগতঃ = তত্র + আগতঃ। ক্ষুদ্রোঽপি = ক্ষুদ্রঃ + অপি।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : সুন্দরবনে — অধিকরণে ৭মী। তেন — হেতু অর্থে ৩রা। নিদ্রায়াঃ — অপাদানে ৫মী। কোপাৎ — হেতু অর্থে ৫মী। হস্তেন — করণে ৩য়া। মূষিকাৎ — অপদানে ৫মী।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) সিংহটি বাস করত বান্দরবনে / সুন্দরবনে / নন্দনবনে / অশোকবনে।

খ) সিংহটির উপর দৌড়াচ্ছিল একটি মূষিক / সাপ / টিকটিকি / খরগোশ।

গ) সিংহ ধরা পড়েছিল জালে / বাক্সে / খাঁচায় / ফাঁদে।

ঘ) সিংহকে জাল থেকে মুক্ত করার জন্য এসেছিল একটি মূষিক / শৃগাল / হস্তী / খরগোশ।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) আসীৎ ——— কশ্চিৎ সিংহঃ।

খ) ——— ক্ষমাং কুরু।

গ) ——— কদাপি উপকারো ভবেৎ।

ঘ) ভবতু ———।

ঙ) তেন সিংহঃ পাশমুক্তঃ ———।

৩। শব্দার্থ লেখ :

আসীৎ, মূষিকঃ, ধৃতবান্, ভবিষ্যতি, ছিনত্তি স্ম।

৪। নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্যরচনা কর :

উপরি, উপকারঃ, মুক্তঃ, শ্রুত্বা, দন্তৈঃ।

৫। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদের মিল কর :

মূষিকঃ	অহসৎ
সিংহঃ	অধাবৎ
উপকারঃ	ত্বম্
মুক্তঃ	ভবেৎ

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

অস্মত্তে, তস্যোপরি, অবদচ্চ, মুক্তস্ত্বম্, তত্রাগতঃ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

সুন্দরবনে, হস্তেন, নিদ্রায়াঃ, তেন, কোপাৎ।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

ক) তদা মূষিকঃ .... ধৃতবান্।

খ) ভীতো মূষিকোঽবদৎ .... ভবেৎ।

গ) সিংহস্য গর্জনং .... অভবৎ।

৯। 'সিংহ-মূষিক-কথা' গল্পটির উপদেশ সংস্কৃত ভাষায় লেখ এবং বাংলায় অনুবাদ কর।

১০। 'সিংহ-মূষিক-কথা' গল্পটি নিজের ভাষায় লেখ।

ষষ্ঠঃ পাঠঃ

ভক্তঃ প্রহ্লাদঃ

পরাক্রান্তো দৈত্যরাজঃ হিরণ্যকশিপুঃ বিষ্ণুবিদ্বেষী আসীৎ। কিন্তু তস্য পুত্রঃ প্রহ্লাদঃ বিষ্ণুভক্তঃ। অতো হিরণ্যকশিপুঃ বিষ্ণুবিদ্বেষশিক্ষার্থং তং গুরুগৃহং প্রেষিতবান্। গুরুস্তং বিষ্ণুবিদ্বেষী ভবিতুম্ আদিশৎ। কিন্তু তস্য চেষ্টা বিফলীভূতা। অতঃ প্রহ্লাদঃ সমুদ্রে গজপদতলে অনলে চ নিক্ষিপ্তঃ। কিন্তু বিষ্ণুকৃপয়া তস্য মৃত্যুর্নাভবৎ।

অথৈকদা ক্রুদ্ধো রাজা প্রহ্লাদম্ অপৃচ্ছৎ, "রে প্রহ্লাদ! কুত্র তে বিষ্ণুঃ?" প্রহ্লাদঃ সবিনয়ম্ অবদৎ, "অনলে অনিলে নভোনীলে সর্বত্রৈব মে বিষ্ণুঃ বিরাজতে।" রাজা পুনরপৃচ্ছৎ, "কিং সঃ অস্মিন্ স্ফটিকস্তম্ভে তিষ্ঠতি?" প্রহ্লাদঃ অবদৎ, "অবশ্যমেব।" ততো রাজা স্ফটিকস্তম্ভে পদাঘাতম্ অকরোৎ। তৎক্ষণমেব স্ফটিকস্তম্ভাৎ আবির্ভূতঃ নরসিংহরূপী বিষ্ণুঃ। তস্য নখৈঃ বিদীর্ণঃ দৈত্যরাজঃ পঞ্চত্বং গতঃ।

ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : বিষ্ণুবিদ্বেষী — বিষ্ণুর প্রতি হিংসাপরায়ণ। প্রেষিতবান্ — পাঠালেন। আদিশৎ — আদেশ করলেন। বিফলীভূতা — ব্যর্থ হয়েছিল। অনলে — আগুনে। অনিলে — বাতাসে। নভোনীলে — আকাশের নীলিমায়। গজপদতলে — হাতির পায়ের তলায়। অপৃচ্ছৎ — জিজ্ঞেস করলেন। কুত্র — কোথায়। স্ফটিকস্তম্ভাৎ — স্ফটিকস্তম্ভ থেকে। পঞ্চত্বং গতঃ — মারা গেল।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ : গুরুস্তং = গুরুঃ + তং। মৃত্যুর্নাভবৎ = মৃত্যুঃ + ন + অভবৎ। ক্রুদ্ধো রাজা = ক্রুদ্ধঃ + রাজা। সর্বত্রৈব = সর্বত্র + এব। পুনরপৃচ্ছৎ = পুনঃ + অপৃচ্ছৎ। অবশ্যমেব = অবশ্যম্ + এব। তৎক্ষণমেব = তৎক্ষণম্ + এব। অথৈকদা = অথ + একদা।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : সমুদ্রে, অনলে, অনিলে, গজপদতলে, নভোনীলে — অধিকরণে ৭মী। সবিনয়ম্ — ক্রিয়াবিশেষণে ২য়া। প্রহ্লাদঃ — কর্তায় ১মা। স্ফটিকস্তম্ভাৎ — অপাদানে ৫মী। নখৈঃ — করণে ৩য়া।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) হিরণ্যকশিপু ছিলেন দেবরাজ / দৈত্যরাজ / রক্ষোরাজ / কিন্নররাজ।

খ) হিরণ্যকশিপুর পুত্রের নাম ছিল ব্রহ্লাদ / বিষ্ণুহ্লাদ / শিবহ্লাদ / প্রহ্লাদ।

গ) বিষ্ণু থাকেন মন্দিরে / মঠে / সর্বত্র / তীর্থে।

ঘ) স্ফটিকস্তম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন নরসিংহরূপী / কূর্মরূপী / মৎস্যরূপী / বরাহরূপী বিষ্ণু।

ঙ) নরসিংহরূপী বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছিলেন পদাঘাতে / মুষ্ট্যাঘাতে / নখাঘাতে / হস্তাঘাতে।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) ---- আসীৎ।

খ) কিন্তু তস্য চেষ্টা ----।

গ) ---- তে বিষ্ণুঃ?

ঘ) রাজা ---- পদাঘাতম্ অকরোৎ।

ঙ) ধর্মো রক্ষতি----।

৩। নিচের পদগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :

আদিশৎ, কুত্র, সর্বত্র, স্তম্ভে, পদাঘাতম্।

৪। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদ সাজিয়ে লেখ :

হিরণ্যকশিপুঃ	বিরাজতে
প্রহ্লাদঃ	দৈত্যরাজঃ
চেষ্টাঃ	বিষ্ণুভক্তঃ
বিষ্ণুঃ	বিফলীভূতা।

৫। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

গুরুস্তং, সর্বত্রৈব, পুরনপৃচ্ছৎ, অথৈকদা, অবশ্যমেব।

৬। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

অনলে, নখৈঃ, সবিনয়ম্, স্ফটিকস্তম্ভাৎ, প্রহ্লাদঃ।

৭। বাংলায় উত্তর দাও :

ক) হিরণ্যকশিপু কে ছিলেন ?

খ) তিনি কেমন প্রকৃতির লোক ছিলেন ?

গ) তাঁর পুত্রের নাম কি ছিল?

ঘ) পুত্রকে রাজা গুরুগৃহে পাঠিয়েছিলেন কেন ?

ঙ) প্রহ্লাদকে কোথায় কোথায় নিক্ষেপ করা হয়েছিল?

চ) রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রহ্লাদকে কি জিজ্ঞেস করেছিলেন ?

ছ) প্রহ্লাদ কি উত্তর দিয়েছিলেন ?

জ) কিভাবে হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হয়?

৮। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

ক) কিন্তু তস্য ...... আদিশৎ।

খ) অথৈকদা ক্রুদ্ধো .... বিরাজতে।

গ) ততো রাজা .... পঞ্চত্বং গতঃ।

৯। 'ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্'– এই নীতিবাক্য অনুসরণ করে একটি গল্প লেখ।

সপ্তমঃ পাঠঃ

শৃগাল-দ্রাক্ষাফল-কথা

আসীৎ কস্যচিৎ কৃষকস্য একং দ্রাক্ষাকুঞ্জম্। তত্রাসন্ কতিপয়াঃ বৃক্ষাঃ। বৃক্ষান্ অবলম্ব্য অবর্তন্ত দ্রাক্ষালতাঃ। দ্রাক্ষালতাসু আসন্ মধুরাণি দ্রাক্ষাফলানি।

একদা কশ্চিৎ শৃগালঃ দ্রাক্ষাকুঞ্জম্ আগতঃ। পক্কানি দ্রাক্ষাফলানি দৃষ্ট্বা সোঽবদৎ, "অহো! কীদৃশানি মধুরাণি ফলানি। যেন কেনচিৎ উপায়েন অহম্ এতানি ফলানি খাদিষ্যামি।"

ততঃ শৃগালঃ দ্রাক্ষাফললাভায় বারংবারং লম্ফম্ আশ্রিতবান্। কিন্তু বৃথৈব তস্য প্রয়াসো জাতঃ। একমপি ফলং নাধঃপতিতম্। অতো বিফলঃ স ভণতি স্ম, "অম্লস্বাদযুক্তফলানি ন মে অভিমতানি।" ইত্যুক্ত্বা দুঃখিতঃ স গভীরবনং প্রবিষ্টঃ।

অম্লস্বাদযুক্তানি খলু দ্রাক্ষাফলানি।

অনুশীলনী

শব্দার্থ : কৃষকস্য— কৃষকের। দ্রাক্ষাকুঞ্জম্ — আঙুর ফলের বাগান। অবলম্ব্য — আশ্রয় করে। উপায়েন — উপায়ের দ্বারা। খাদিষ্যামি — খাব। দ্রাক্ষাফললাভায় — আঙুর ফল পাওয়ার জন্য। অধঃ — নিচে। উক্ত্বা– বলে।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ : তত্রাসন্ = তত্র + আসন্। বৃথৈব = বৃথা + এব। সোঽবদৎ = সঃ + অবদৎ। প্রয়াসো জাতঃ = প্রয়াসঃ + জাতঃ। নাধঃপতিতম্ = ন + অধঃপতিতম্। ইত্যুক্ত্বা = ইতি + উক্ত্বা।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর : বৃক্ষান্ — কর্মে ২য়া। দ্রাক্ষালতাসু — অধিকরণে ৭মী। উপায়েন — করণে ৩য়া। লম্ফম্ — কর্মে ২য়া। দ্রাক্ষাফললাভায় — নিমিত্তার্থে ৪র্থী। গভীরবনং — কর্মে ২য়া।

প্রশ্নমালা

১। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) দ্রাক্ষাকুঞ্জে ছিল কতিপয় পাহাড় / বৃক্ষ / ঝর্ণা / পথ।

খ) দ্রাক্ষাকুঞ্জে এসেছিল বাঘ / ভল্লুক / শৃগাল / বানর।

গ) দ্রাক্ষাফল পাওয়ার জন্য শৃগাল পা তুলেছিল / লেজ তুলেছিল / উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছিল / লাফ দিয়েছিল।

ঘ) আঙুর ফল না পাওয়ায় শৃগাল বলেছিল আঙুর তিতা / স্বাদহীন / লবণাক্ত / অম্ল।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) তত্রাসন্ কতিপয়াঃ--- ।

খ) ---- আসন্ মধুরাণি দ্রাক্ষাফলানি।

গ) কীদৃশানি---- ফলানি।

ঘ) কিন্তু ----- তস্য প্রয়াসো জাতঃ।

ঙ) অম্লস্বাদযুক্তানি খলু ---- ।

৩। নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্য গঠন কর :

একদা, উপায়েন, বারংবারম্, বৃথা, প্রবিষ্টঃ।

৪। নিচের পদগুলোর অর্থ লেখ :

অবলম্ব্য, খাদিষ্যামি, অধঃ, উক্ত্বা, উপায়েন।

৫। বামপাশের পদের সঙ্গে ডানপাশের পদের মিল কর :

দ্রাক্ষালতাঃ	দ্রাক্ষাফলানি
শৃগালঃ	অবর্তন্ত
ফলানি	আগতঃ
অম্লস্বাদযুক্তানি	খাদিষ্যামি

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

বৃথৈব, ইত্যুক্ত্বা, তত্রাসন্, সোঽবদৎ, নাধঃপতিতম্।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

উপায়েন, গভীরবনং, বৃক্ষান্, লম্ফম্, দ্রাক্ষালতাসু।

৮। গল্পটির উপদেশ সংস্কৃতে উদ্ধৃত কর।

৯। বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর :

ক) তত্রাসন্ .... দ্রাক্ষাফলানি।

খ) পক্বানি .... খাদিষ্যামি।

গ) অতো .... প্রবিষ্টঃ।

১০। 'শৃগাল-দ্রাক্ষাফল-কথা' গল্পটি নিজের ভাষায় বল।

১১। বাংলায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক) দ্রাক্ষাকুঞ্জে কি ছিল ?

খ) দ্রাক্ষালতা কোথায় ছিল?

গ) শৃগাল কোথায় এসেছিল?

ঘ) পাকা আঙুর দেখে শৃগাল কি বলেছিল ?

ঙ) আঙুর ফল পাওয়ার জন্য শৃগাল কি করেছিল?

চ) আঙুর ফল না পেয়ে শৃগাল কি বলেছিল?

অষ্টমঃ পাঠঃ

দেবী সরস্বতী

বিদ্যাদেবী সরস্বতী। সা ঈশ্বরস্য জ্ঞানশক্তিঃ। শ্বেতস্তস্যাঃ গাত্রবর্ণঃ। শ্বেতপদ্মে সা উপবিষ্টা। তস্যাঃ একস্মিন্ হস্তে পুস্তকম্ অস্তি। অপরহস্তে তিষ্ঠতি শ্বেতবীণা। শ্বেতহংসঃ তস্যাঃ বাহনম্। শ্বেতপুষ্পভূষিতা কমলনয়না সা সর্বশুক্লা।

মাঘমাসে শুক্লপক্ষস্য শ্রীপঞ্চম্যাং তিথৌ সরস্বতীপূজা ভবতি। বিদ্যার্থিন এব প্রধানতঃ সরস্বতীং পূজয়ন্তি। দুর্গা-পূজায়াম্ অপি দুর্গয়া সহ সরস্বতীপূজা ভবতি। বিদ্যারম্ভস্য কালে অপি বিদ্যার্থিনঃ সরস্বতীম্ অর্চয়ন্তি। বয়ম্ অনেন মন্ত্রেণ সরস্বতীং প্রণমামঃ–

“সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে॥”

অনুশীলনী

শব্দার্থ : গাত্রবর্ণঃ – শরীরের রঙ্। অস্তি – আছে। শ্বেতহংসঃ – সাদা হাঁস। বাহনম্ – বহনকারী। কমলনয়না – পদ্মের মত নয়ন যে রমণীর। শুক্লপক্ষস্য – শুক্লপক্ষের। তিথৌ – তিথিতে। বিদ্যার্থিনঃ – ছাত্রগণ। দুর্গাপূজায়াম্ – দুর্গাপূজাতে। বিদ্যারম্ভস্য – বিদ্যারম্ভের। মন্ত্রেণ – মন্ত্রের দ্বারা।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ : শ্বেতস্তস্যাঃ = শ্বেতঃ + তস্যাঃ। শ্রীপঞ্চম্যাং তিথৌ = শ্রীপঞ্চম্যাম্ + তিথৌ। বিদ্যার্থিন এব = বিদ্যা + অর্থিনঃ + এব। নমোঽস্তু = নমঃ + অস্তু।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : শ্বেতপদ্মে– অধিকরণে ৭মী। তস্যাঃ– সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। মাঘমাসে, তিথৌ, দুর্গাপূজায়াম্, কালে– অধিকরণে ৭মী। দুর্গয়া– ‘সহ’ শব্দযোগে ৩য়া। বিদ্যার্থিনঃ– কর্তায় ১মা। সরস্বতীম্– কর্মে ২য়া।

প্রশ্নমালা

১। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) সরস্বতী ঈশ্বরের কর্মশক্তি / জ্ঞানশক্তি / আনন্দশক্তি / সংহারশক্তি।
খ) সরস্বতী উপবেশন করেন শ্বেত / রক্ত / নীল / সবুজ পদ্মে।
গ) সরস্বতীর বাহন পেঁচক / ময়ূর / মূষিক / হংস।
ঘ) সরস্বতীপূজা প্রধানত অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চমী / নবমী / চতুর্দশী / ষষ্ঠী তিথিতে।
ঙ) বিদ্যারম্ভের সময় লক্ষ্মী / কালী / সরস্বতী / মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পূজা করা হয়।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) তস্যাঃ একস্মিন্ হস্তে ——— অস্তি।

খ) ——— কমলনয়না সা সর্বশুক্লা।

গ) বিদ্যার্থিন এব প্রধানতঃ ——— পূজয়ন্তি।

ঘ) ——— সহ অপি সরস্বতীপূজা ভবতি।

ঙ) বিদ্যার্থিনঃ সরস্বতীম্ ———।

৩। শব্দার্থ লেখ :

শ্বেতহংসঃ, বাহনম্, তিথৌ, বিদ্যার্থিনঃ, মন্ত্রেণ।

৪। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

শ্বেতস্তস্যাঃ, বিদ্যার্থিনঃ, নমোঽস্তু।

৫। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

তিথৌ, দুর্গয়া, তস্যাঃ, শ্বেতপদ্মে, সরস্বতীম্।

৬। নিচের পদগুলো দিয়ে বাক্যরচনা কর :

সরস্বতী, পুস্তকম্, অপরহস্তে, এব, অপি।

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

ক) তস্যাঃ একস্মিন্ .... বাহনম্।

খ) মাঘমাসে .... পূজয়ন্তি।

গ) দুর্গাপূজায়াম্ .... অর্চয়ন্তি।

৮। বাংলায় উত্তর দাও :

ক) সরস্বতী কিসের দেবী?

খ) ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি কে ?

গ) সরস্বতীর শরীরের রঙ কিরূপ?

ঘ) তিনি কিরূপ পদ্মে উপবেশন করেন ?

ঙ) তাঁর দুই হাতে কি কি থাকে ?

চ) তাঁর বাহন কি ?

ছ) কখন সরস্বতীপূজা হয়?

জ) প্রধানত কারা সরস্বতীপূজা করে ?

৯। সরস্বতীর প্রণাম মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ কর।

১০। সংস্কৃত ভাষায় সরস্বতীর প্রণামমন্ত্রটি লেখ।

১১। বাংলায় সরস্বতীর রূপ বর্ণনা কর।

নবমঃ পাঠঃ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ দ্বাপরযুগে মথুরায়াম্ আবির্ভূতঃ। বসুদেবস্তস্য পিতা দেবকী চ মাতা। পাপাত্মা কংসঃ বসুদেবং দেবকীঞ্চ কারাগৃহে নিক্ষিপ্তবান্। শ্রীকৃষ্ণঃ তস্মিন্ কারাগৃহে এব জাতঃ। কংসঃ বহুভিঃ উপায়ৈঃ শ্রীকৃষ্ণং হন্তুম্ অচেষ্টত। তস্য তু সর্বাঃ চেষ্টাঃ বিফলীভূতাঃ। অনন্তরং শ্রীকৃষ্ণঃ পাপিনং কংসং নিহতবান্।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণঃ অর্জুনস্য রথে সারথিঃ আসীৎ। স যুদ্ধবিমুখং বিষণ্ণম্ অর্জুনম্ উপদিশ্য যুদ্ধে নিযুক্তবান্। শ্রীকৃষ্ণস্য উপদেশম্ অনুসৃত্য যুদ্ধং কৃত্বা অর্জুনঃ বিজয়ী অভবৎ।

'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠমবদানম্। ইয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুখনিঃসৃতা বাণী। শ্রীকৃষ্ণঃ অনাদিরজঃ অব্যয়ঃ সনাতনশ্চ। অতঃ স সর্বেষাং পূজনীয়ঃ।

অনুশীলনী

শব্দার্থ: মথুরায়াম্– মথুরাতে। কারাগৃহে– কারালয়ে। নিক্ষিপ্তবান্– নিক্ষেপ করেছিল। জাতঃ– জন্মগ্রহণ করেছিল। উপায়ৈঃ– উপায়সমূহের দ্বারা। হন্তুম্– হত্যা করতে। নিহতবান্– হত্যা করেছিল। উপদিশ্য– উপদেশ দিয়ে। অনুসৃত্য– অনুসরণ করে। শ্রীকৃষ্ণস্য– শ্রীকৃষ্ণের। সর্বেষাম্– সকলের।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ: বসুদেবস্তস্য = বসুদেবঃ + তস্য। দেবকীঞ্চ = দেবকীম্ + চ। শ্রেষ্ঠমবদানম্ = শ্রেষ্ঠম্ + অবদানম্। অনাদিরজঃ = অনাদিঃ + অজঃ। সনাতনশ্চ = সনাতনঃ + চ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয়: দ্বাপরযুগে, মথুরায়াম্, কারাগৃহে, রথে, যুদ্ধে – অধিকরণে ৭মী। বসুদেবং – কর্মে ২য়া। শ্রীকৃষ্ণঃ – কর্তায় ১মা।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরটিতে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন দ্বারকায় / মথুরায় / বৃন্দাবনে / নদীয়ায়।

খ) কংস ছিল পাপাত্মা / কর্মযোগী / ভক্ত / জ্ঞানী।

গ) কংসকে বধ করেছিলেন রাম /হরি / বিষ্ণু / কৃষ্ণ।

ঘ) কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন ব্রহ্মা / কৃষ্ণ / মহেশ্বর / বরুণ।

ঙ) শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অবদান গীতা / চণ্ডী / ভাগবত / পুরাণ।

২। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

ক) শ্রীকৃষ্ণঃ ——— মথুরায়াম্ আবির্ভূতঃ।

খ) ——— পিতা দেবকী চ মাতা।

গ) তস্য সর্বাঃ চেষ্টাঃ ———।

ঘ) শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রেষ্ঠমবদানম্ ———।

ঙ) শ্রীকৃষ্ণঃ অনাদিরজঃ অব্যয়ঃ ———।

৩। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর :**

বসুদেবস্তস্য, অনাদিরজঃ, দেবকীঞ্চ, সনাতনশ্চ।

৪। **কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :**

দ্বাপরযুগে, শ্রীকৃষ্ণঃ, উপদেশম্, রথে।

৫। **শব্দার্থ লেখ :**

নিক্ষিপ্তবান্, উপায়ৈঃ, উপদিশ্য, হন্তুম্, শ্রীকৃষ্ণস্য।

৬। **বাংলায় উত্তর দাও :**

ক) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন্ যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন?

খ) শ্রীকৃষ্ণের মাতা-পিতার নাম লেখ।

গ) কংস বসুদেব ও দেবকীকে কোথায় রেখেছিল ?

ঘ) কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি কে ছিলেন ?

ঙ) শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে অর্জুনকে যুদ্ধে নিযুক্ত করেছিলেন ?

চ) শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ অবদান কি ?

৭। **বাংলায় অনুবাদ কর :**

ক) পাপাত্মা .... জাতঃ।

খ) কংসঃ .... নিহতবান্।

গ) স .... অভবৎ।

৮। **তোমার পাঠ্যাংশ অনুসরণে বাংলা ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনী লেখ।**

দশমঃ পাঠঃ

ঈশ্বরস্তোত্রম্

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব ॥
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ॥

পাণ্ডবগীতা-২

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ–
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-১১/৩৮

অনুশীলনী

শব্দার্থ: ত্বম্– তুমি। দ্রবিণম্– ধন। মম– আমার। আদিদেবঃ– দেবগণের আদি। বিশ্বস্য– বিশ্বের। নিধানম্– প্রলয়স্থান। বেত্তা– যিনি জানেন। অসি– হও। বেদ্যম্– যাকে জানতে হবে। পরম্– শ্রেষ্ঠ। ধাম– স্থান। ত্বয়া– আপনার দ্বারা। ততম্– ব্যাপ্ত।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ : ত্বমেব = ত্বম্ + এব। বন্ধুশ্চ = বন্ধুঃ + চ। ত্বমাদিদেবঃ = ত্বম্ + আদিদেবঃ। পুরাণস্ত্বমস্য = পুরাণঃ + ত্বম্ + অস্য। বেত্তাসি = বেত্তা + অসি। বেদ্যঞ্চ = বেদ্যম্ + চ। পরঞ্চ = পরম্ + চ। বিশ্বমনন্তরূপ = বিশ্বম্ + অনন্তরূপ।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : ত্বম্– কর্তায় ১মা। দেবদেব– সম্বোধনে ১মা। বিশ্বস্য– সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী। ত্বয়া– কর্তায় ৩য়া। অনন্তরূপ– সম্বোধনে ১মা।

প্রশ্নমালা

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) ত্বমেব বিদ্যা ——— ত্বমেব।

খ) ত্বমেব সর্বং মম ———।

গ)——— বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম।

ঘ) ——— পুরুষঃ পুরাণঃ।

ঙ) ত্বয়া ততং ———।

২। নিচের পদগুলোর সাহায্যে বাক্যরচনা কর :

সখা, বন্ধুশ্চ, নিধানম্, বিদ্যা, মম।

৩। শব্দার্থ লেখ :

ত্বম্, বিশ্বস্য, বেত্তা, ততম্, পরম্।

৪। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

ত্বমাদিদেবঃ, পরঞ্চ, বেদ্যঞ্চ, বেত্তাসি, ত্বমেব।

৫। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

বিশ্বস্য, ত্বম্, তয়া, দেবদেব।

৬। 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা' থেকে উদ্ধৃত শোকটি লেখ ও বাংলা ভাষায় অনুবাদ কর।

৭। 'পাণ্ডবগীতা'র অন্তর্গত শোকটি মুখস্থ লেখ ও বাংলায় অনুবাদ কর।

একাদশঃ পাঠঃ

নীতিশোকাঃ

বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব্য তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে ॥ ১

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥ ২

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ॥ ৩

ত্যজ দুর্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্ ॥ ৪

বাংলা অনুবাদ :

১। বিদ্যা এবং রাজৈশ্বর্য কখনও সমান নয়। কারণ রাজা পূজিত হন নিজের দেশে, কিন্তু বিদ্বান পূজিত হন সকল দেশে।

২। আনন্দে, দুঃখে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপর্যয়ে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে যে সঙ্গে থাকে, সে-ই বন্ধু।

৩। বিদ্যার সমান বন্ধু, ব্যাধির সমান শত্রু, সন্তানের সমান স্নেহের পাত্র এবং দৈবের অধিক শক্তি নেই।

৪। দুর্জনের সাহচর্য ত্যাগ করবে, সাধুগণকে সেবা করবে, দিবা-রাত্র পুণ্যকার্য করবে এবং সংসারে সকলই ক্ষণস্থায়ী একথা স্মরণ রাখবে।

অনুশীলনী

শব্দার্থ: বিদ্বত্ত্বম্– বিদ্যা। নৃপত্বম্– রাজত্ব। কদাচন– কখনও। পূজ্যতে– পূজিত হন। সর্বত্র– সকল স্থানে। ব্যাধিসমঃ– রোগের সমান। দৈবাৎ– দৈব অপেক্ষা। বলম্– শক্তি। অপত্যসমঃ– সন্তানের সমান। ত্যজ– ত্যাগ কর। দুর্জনসংসর্গম্– দুর্জনের সাহচর্য। সাধুসমাগমম্– সাধুসঙ্গ। কুরু– কর। নিত্যম্– সর্বদা।

ব্যাকরণ

(ক) সন্ধিবিচ্ছেদ : বিদ্বত্ত্বঞ্চ = বিদ্বত্ত্বম্ + চ। নৃপত্বঞ্চ = নৃপত্বম্ + চ। নৈব = ন + এব। যস্তিষ্ঠতি = যঃ + তিষ্ঠতি। পুণ্যমহোরাত্রং = পুণ্যম্ + অহোরাত্রং। নিত্যমনিত্যতাম্ = নিত্যম্ + অনিত্যতাম্।

(খ) কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় : স্বদেশে– অধিকরণে ৭মী। বিদ্বান্– কর্তায় ১মা। উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপবে, রাজদ্বারে, শ্মশানে– অধিকরণে ৭মী। দৈবাৎ– অপেক্ষার্থে ৫মী। দুর্জনসংসর্গং– কর্মে ২য়া।

প্রশ্নমালা

১। সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) বিদ্বান পূজিত হন স্বদেশে / বিদেশে / স্বগৃহে / সর্বত্র।

খ) সবচেয়ে বড় রিপু অগ্নি / ব্যাধি / জল / ঝড়।

গ) ভজনা করা উচিত সাধুসঙ্গ / শিক্ষকসঙ্গ / গুরুসঙ্গ / পিতৃসঙ্গ।

ঘ) অহোরাত্র পূজা / যজ্ঞ / জপ / পুণ্যকাজ করা উচিত।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) .... পূজ্যতে রাজা।

খ) ন চ দৈবাৎ পরং .... ।

গ) .... সাধু-সমাগমম্।

ঘ) ন ....স্নেহঃ।

ঙ) স্মর .... ।

৩। বাংলায় উত্তর দাও :

ক) রাজা কোথায় পূজিত হন ?

খ) বিদ্বান ব্যক্তি পূজিত হন কোথায় ?

গ) শ্রেষ্ঠ শক্তি কি ?

ঘ) শ্রেষ্ঠ বন্ধু কে ?

ঙ) সবচেয়ে বড় শত্রু কি?

চ) দিনরাত কি করা উচিত ?

৪। শব্দার্থ লেখ :

কদাচন, দৈবাৎ, বিদ্বত্ত্বম্, কুরু, নিত্যম্।

৫। নিম্নলিখিত পদগুলোর বাক্যে প্রয়োগ দেখাও :

পূজ্যতে, কদাচন, বলম্, ত্যজ, পুণ্যম্।

৬। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

নৈব, যস্তিষ্ঠতি, নিত্যমহোরাত্রং, নৃপত্বঞ্চ, বিদ্বত্ত্বঞ্চ।

৭। কারণসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

স্বদেশে, বিদ্বান্, উৎসবে, দৈবাৎ।

৮। বিদ্যাবিষয়ক শ্লোকটি উদ্ধৃত কর।

৯। বাংলায় অনুবাদ কর :

ক) বিদ্বত্ত্বঞ্চ .... পূজ্যতে ॥

খ) উৎসবে .... বান্ধবঃ ॥

গ) ন চ .... পরং বলম্ ॥

ঘ) ত্যজ .... নিত্যমনিত্যতাম্॥

১০। সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে উত্তর দাও : প্রকৃত বান্ধব কে?

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাঠঃ

বর্ণপ্রকরণম্

আমরা ভাষার সাহায্যে একে অপরের সঙ্গে কথা বলি, একের মনোভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করি। এ ভাষা হচ্ছে কতকগুলি ধ্বনির সমষ্টি। এ ধ্বনিগুলি লিখিতভাবে প্রকাশের জন্য কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। এ চিহ্নগুলিকে বলা হয় বর্ণ।

পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলি বিশেষণ করে সর্বমোট আটচলিশটি বর্ণ নির্ধারণ করেছেন। এ বর্ণগুলিকে একত্রে সংস্কৃত বর্ণমালা বলা হয়।

সংস্কৃত বর্ণমালা দুইভাগে বিভক্ত– স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।
স্বরবর্ণের অন্য নাম 'অচ্' এবং ব্যঞ্জনবর্ণের অন্য নাম 'হল্'।
স্বরবর্ণ বা অচ্ : যে-সব বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজে উচ্চারিত হয়, তারা স্বরবর্ণ বা অচ্।
স্বরবর্ণ তেরটি– অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ।
স্বরবর্ণগুলি আবার দুইভাগে বিভক্ত–হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর।
হ্রস্বস্বর : যে-সব স্বরবর্ণের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে, তাদের হ্রস্বস্বর বলা হয়।
হ্রস্বস্বর পাঁচটি– অ, ই, উ, ঋ, ঌ।
দীর্ঘস্বর : যে-সব স্বরবর্ণের উচ্চারণে হ্রস্বস্বর অপেক্ষা অধিক সময় লাগে, তাদের দীর্ঘস্বর বলা হয়।
দীর্ঘস্বর আটটি– আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ।
ব্যঞ্জনবর্ণ বা হল্ : যে-সব বর্ণ স্বরবর্ণের আশ্রয়ে উচ্চারিত হয়, তাদের ব্যঞ্জনবর্ণ বা হল্ বলা হয়।
ব্যঞ্জনবর্ণ পঁয়ত্রিশটি– ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ং, ঃ।
ব্যঞ্জনবর্ণে দুটি 'ব' আছে। এদের একটি বর্গের অন্তর্গত বলে বর্গীয় 'ব' এবং অন্যটি স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে অবস্থিত বলে অন্তঃস্থ 'ব' নামে পরিচিত।
স্পর্শবর্ণ : 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ কণ্ঠ, ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা, মূর্ধা প্রভৃতি মুখ-গহ্বরের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের স্পর্শবর্ণ বলা হয়।
বর্গ : পঁচিশটি স্পর্শবর্ণকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। এদের প্রতিটি ভাগকে বলা হয় বর্গ।
বর্গ পাঁচটি– ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ এবং প-বর্গ।
অল্পপ্রাণ বর্ণ : যে-সব বর্ণের উচ্চারণ লঘু অর্থাৎ যাদের উচ্চারণে অল্প সময় লাগে, তাদের বলা হয় অল্পপ্রাণ বর্ণ।

প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ অল্পপ্রাণ। যেমন–

ক - বর্গ : ক, গ, ঙ

চ - বর্গ : চ, জ, ঞ

ট - বগ : ট, ড, ণ

ত - বর্গ : ত, দ, ন

প - বর্গ : প, ব, ম

য, র, ল, ব– এই চারটি বর্ণও অল্পপ্রাণ।

মহাপ্রাণবর্ণ : যে-সব বর্ণের উচ্চারণ গুরু অর্থাৎ যেগুলির উচ্চারণে দীর্ঘ সময় লাগে, তাদের বলা হয় মহাপ্রাণবর্ণ।

প্রতিবর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ মহাপ্রাণ। যেমন–

ক - বর্গ : খ, ঘ

চ - বর্গ : ছ, ঝ

ট - বর্গ : ঠ, ঢ

ত - বর্গ : থ, ধ

প - বর্গ : ফ, ভ

শ, ষ, স, হ– এ চারটি বর্ণকেও মহাপ্রাণ বর্ণ বলা হয়।

অঘোষবর্ণ : ন ঘোষ = অঘোষ। যে-সব বর্ণ ঘোষ নয় অর্থাৎ যাদের উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না, তাদের অঘোষবর্ণ বলা হয়।

বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অঘোষ। যেমন–

ক - বর্গ : ক, খ

চ - বর্গ : চ, ছ

ট - বর্গ : ট, ঠ

ত - বর্গ : ত, থ

প - বর্গ : প, ফ

শ, ষ, স– এ তিনটি বর্ণও অঘোষ।

ঘোষবর্ণ : যে-সব বর্ণের উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয়, তাদের ঘোষবর্ণ বলা হয়। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ ঘোষবর্ণ। যেমন–

ক - বর্গ : গ, ঘ, ঙ

চ - বর্গ : জ, ঝ, ঞ

ট - বর্গ : ড, ঢ, ণ

ত - বর্গ : দ, ধ, ন

প - বর্গ : ব, ভ, ম

য, র, ল, ব, হ – এ পাঁচটি বর্ণও ঘোষবর্ণ।

উষ্মবর্ণ : যে-সব বর্ণের উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য থাকে, তাদের বলা হয় উষ্মবর্ণ। যেমন– শ, ষ, স, হ।

অন্তঃস্থবর্ণ : যে-সব বর্ণ স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে অবস্থিত, তাদের অন্তঃস্থ বর্ণ বলা হয়। যেমন– য, র, ল, ব।

পঁচিশটি স্পর্শবর্ণের শেষবর্ণ 'ম' এবং চারটি উষ্মবর্ণের প্রথম বর্ণ 'শ'। য, র, ল, ব– এ বর্ণ চারটি ম ও শ-এর অন্তঃ অর্থাৎ মধ্যে অবস্থিত বলে এদের অন্তঃস্থ নাম সার্থক হয়েছে।

স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলির উচ্চারণস্থান আছে এবং সে অনুযায়ী এদের নামও রয়েছে। নিচের ছকে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণস্থান এবং উচ্চারণস্থান অনুসারে এদের নাম প্রদর্শিত হচ্ছে :

বর্ণ	উচ্চারণস্থান	উচ্চারণস্থান অনুসারে প্রদত্ত নাম
অ, আ, হ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য বর্ণ
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ	তালু	তালব্য বর্ণ
ঋ, ৠ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ	মূর্ধা	মূর্ধন্য বর্ণ
৯, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স	দন্ত	দন্ত্য বর্ণ
উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম	ওষ্ঠ	ঔষ্ঠ্য বর্ণ
এ, ঐ	কণ্ঠ ও তালু	কণ্ঠতালব্য বর্ণ
ও, ঔ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ
অন্তঃস্থ 'ব'	দন্ত ও ওষ্ঠ	দন্তৌষ্ঠ্য বর্ণ
ং (অনুস্বার)	নাসিকা	অনুনাসিক বা নাসিক্য বর্ণ

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) স্পর্শবর্ণ বিশ / ত্রিশ / পঁচিশ / বত্রিশটি।

খ) স্বরবর্ণগুলি বিভক্ত দুই / তিন / চার / পাঁচ ভাগে।

গ) শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য থাকে অল্পপ্রাণ / মহাপ্রাণ / ঘোষ / উষ্মবর্ণে।

ঘ) ‘অ’ তালব্য / দন্ত্য / ঔষ্ঠ্য / কণ্ঠ্য বর্ণ।

ঙ) ‘য’ মূর্ধন্য / তালব্য / দন্ত্য / ঔষ্ঠ্য বর্ণ।

২। অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, ঘোষ ও অঘোষবর্ণ নির্ণয় কর :

চ, ক, জ, ড, ট, ভ, শ, ত, হ।

৩। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী নিচের বর্ণগুলির নাম লেখ :

ও, ছ, ক, অ, ং, ই, উ, ঐ।

৪। নিচের বর্ণগুলির উচ্চারণস্থান নির্ণয় কর :

চ, প, আ, য, ঔ, ণ, এ, ল, ঠ।

৫। স্বরবর্ণগুলির উচ্চারণস্থান নির্ণয় কর।

৬। বর্ণ কাকে বলে? বর্ণ কত প্রকার ও কি কি?

৭। সংস্কৃত বর্ণমালা কাকে বলে? সংস্কৃত বর্ণমালা কয়টি ও কি কি?

৮। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পার্থক্য কি?

৯। হ্রস্বস্বর কাকে বলে? হ্রস্বস্বর কয়টি ও কি কি?

১০। দীর্ঘস্বর কাকে বলে? দীর্ঘস্বর কয়টি ও কি কি?

১১। স্পর্শবর্ণ কাকে বলে? স্পর্শবর্ণ কয়টি ও কি কি?

১২। বর্গ কাকে বলে? বর্গ কয়টি ও কি কি?

১৩। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের পার্থক্য কি কি?

১৪। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও :

অঘোষবর্ণ, ঘোষবর্ণ, উষ্মবর্ণ, অন্তঃস্থবর্ণ।

১৫। নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

ক) স্বরবর্ণের অন্য নাম কি?

খ) ব্যঞ্জনবর্ণের অন্য নাম কি?

গ) সংস্কৃতে কয়টি ‘ব’ আছে?

ঘ) স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় কোন বর্ণের উচ্চারণে?

ঙ) তালু থেকে উচ্চারিত বর্ণকে কি বলে?

চ) স্পর্শবর্ণের শেষ বর্ণ কোন্‌টি?

দ্বিতীয়ঃ পাঠঃ

সন্ধিপ্রকরণম্

সন্ধি : পাশাপাশি অবস্থিত দুই বর্ণের পরস্পর মিলনকে সন্ধি বলে। যেমন– পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা। এখানে 'পরি' শব্দের অন্তস্থিত 'ই' এবং 'ঈক্ষা' শব্দের প্রথমে অবস্থিত 'ঈ' মিলিত হয়ে 'ঈ' হয়েছে। সন্ধির অন্য নাম সংহিতা।

সন্ধির শ্রেণীভেদ : সন্ধি দুই প্রকার– স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। স্বরসন্ধির অন্য নাম অচ্‌সন্ধি এবং ব্যঞ্জনসন্ধির অন্য নাম হল্‌সন্ধি। বিসর্গসন্ধি ব্যঞ্জনসন্ধিরই অন্তর্গত।

স্বরসন্ধি : স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন– হিম + আলয়ঃ = হিমালয়ঃ। এখানে 'হিম' শব্দের অন্তস্থিত 'অ' এবং 'আলয়ঃ' শব্দের প্রথমে অবস্থিত 'আ' মিলে 'আ' হয়েছে।

ব্যঞ্জনসন্ধি : ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জনসন্ধি বলে। যেমন– দিক্ + গজঃ = দিগ্‌গজঃ। এখানে 'দিক্' শব্দের অন্তস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ 'ক্' ক-বর্গের প্রথম বর্ণ। এর পরে 'গজঃ' পদের প্রথমে ক-বর্গের তৃতীয় বর্ণ 'গ' থাকায় ক-বর্গের প্রথম বর্ণ 'ক্' স্থানে 'গ্' হয়েছে। এখানে ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে ব্যঞ্জনসন্ধি হয়েছে। জগৎ + ঈশঃ = জগদীশঃ। এখানে পরে স্বরবর্ণ 'ঈ' থাকায় 'জগৎ' শব্দের অন্তস্থিত 'ৎ' স্থানে 'দ্' হয়েছে।

বিসর্গসন্ধি : বিসর্গের সঙ্গে স্বর অথবা ব্যঞ্জবর্ণের মিলনকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন– পূর্ণঃ + চন্দ্রঃ = পূর্ণশ্চন্দ্রঃ। এখানে 'পূর্ণঃ' শব্দের অন্তস্থিত (ঃ) বিসর্গ-এর পরে 'চ' থাকায় বিসর্গ স্থলে 'শ' হয়েছে। পুনঃ + অপি = পুনরপি। এখানে 'পুনঃ' শব্দের অন্তস্থিত বিসর্গের পরে স্বরবর্ণ 'অ' থাকায় বিসর্গ স্থানে 'র্' হয়েছে।

স্বরসন্ধির নিয়ম

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার অথবা আ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + অ = আ   নব + অন্নম্ = নবান্নম্
অ + আ = আ   দেব + আলয় = দেবালয়ঃ
আ + অ = আ   মহা + অর্ঘঃ = মহার্ঘঃ
আ + আ = আ   বিদ্যা + আলয়ঃ = বিদ্যালয়ঃ

২। যদি ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকে, তবে উভয়ের মিলনে ঈ-কার হয়, ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

ই + ই = ঈ	রবি + ইন্দ্রঃ = রবীন্দ্রঃ
ই + ঈ = ঈ	প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা
ঈ + ই = ঈ	মহী + ইন্দ্রঃ = মহীন্দ্রঃ
ঈ + ঈ = ঈ	পৃথ্বী + ঈশ্বরঃ = পৃথ্বীশ্বরঃ

৩। উ-কার বা উ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে ঊ-কার হয়, ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

উ + উ = ঊ	কটু + উক্তিঃ = কটূক্তিঃ
উ + ঊ = ঊ	লঘু + ঊর্মিঃ = লঘূর্মিঃ
ঊ + উ = ঊ	বধূ + উৎসব = বধূৎসবঃ
ঊ + ঊ = ঊ	ভূ + ঊর্ধ্বম্ = ভূর্ধ্বম্

৪। অ-কার বা আ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে এ-কার হয়, এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ই = এ	দেব + ইন্দ্রঃ = দেবেন্দ্রঃ
আ + ই = এ	লতা + ইব = লতেব
অ + ঈ = এ	গণ + ঈশঃ = গণেশঃ
আ + ঈ = এ	রমা + ঈশঃ = রমেশঃ

৫। অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে ও-কার হয়, ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + উ = ও	সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ
আ + উ = ও	মহা + উদয়ঃ = মহোদয়ঃ
অ + ঊ = ও	এক + ঊনবিংশতিঃ = একোনবিংশতিঃ
আ + ঊ = ও	গঙ্গা + ঊর্মিঃ = গঙ্গোর্মিঃ

৬। অ-কার বা আ-কারের পর এ-কার বা ঐ-কার থাকলে উভয়ে মিলিত হয়ে ঐ-কার হয়, ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + এ = ঐ	অদ্য + এব = অদ্যৈব
আ + এ = ঐ	তদা + এব = তদৈব
অ + ঐ = ঐ	মত + ঐক্যম্ = মতৈক্যম্
আ + ঐ = ঐ	মহা + ঐশ্বর্যম্ = মহৈশ্বর্যম্

৭। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে ঔ-কার হয়, ঔ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন–

অ + ও = ঔ	জল + ওকা = জলৌকা
আ + ও = ঔ	মহা + ওষধিঃ = মহৌষধিঃ
অ + ঔ = ঔ	গত + ঔৎসুক্যম্ = গতৌৎসুক্যম্
আ + ঔ = ঔ	মহা + ঔদার্যম্ = মহৌদার্যম্

৮। অ-কার বা আ-কারের পর ঋ-কার থাকলে উভয়ের মিলনে 'অর্' হয়, 'অর্'-এর 'অ' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়, র্ রেফ (´) হয়ে পরবর্ণের মস্তকে যায়। যেমন–

অ + ঋ = অর্	দেব + ঋষিঃ = দেবর্ষিঃ
অ + ঋ = অর্	সপ্ত + ঋষিঃ = সপ্তর্ষিঃ
আ + ঋ = অর্	মহা + ঋষিঃ = মহর্ষিঃ
আ + ঋ = অর্	রাজা + ঋষিঃ = রাজর্ষিঃ

৯। ই-কার বা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে ই-কার এবং ঈ-কার স্থানে য্ হয়, উক্ত য্ য-ফলা (্য) রূপে পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বর য্-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন–

ই + অ = ই-স্থানে য্	যদি + অপি = যদ্যপি
ই + আ = ই-স্থানে য্	অতি + আচারঃ = অত্যাচারঃ
ঈ + অ = ঈ-স্থানে য্	নদী + অম্বু = নদ্যম্বু
ঈ + উ = ঈ-স্থানে য্	দেবী + উবাচ = দেব্যুবাচ

১০। উ-কার বা ঊ-কারের পর উ-কার বা ঊ-কার ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে উ-কার বা ঊ-কার স্থানে ব্ হয়, উক্ত ব্ পূর্ববর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং পরবর্তী স্বর ব্-কারে যুক্ত হয়। যেমন–

উ + অ = উ-স্থানে ব্	অনু + অয়ঃ = অন্বয়ঃ
উ + আ = উ-স্থানে ব্	সু + আগতম্ = স্বাগতম্
উ + এ = উ-স্থানে ব্	অনু + এষণম্ = অন্বেষণম্
ঊ + ঐ = ঊ-স্থানে ব্	বধূ + ঐশ্বর্যম্ = বধ্বৈশ্বর্যম্

১১। স্বরবর্ণ পরে থাকলে এ-স্থানে অয়্, ঐ-স্থানে আয়্, ও-স্থানে অব্ এবং ঔ-স্থানে আব্ হয়। যেমন–

এ + অ = অয়্ + অ = অয়	নে + অনম্ = নয়নম্
ঐ + অ = আয়্ + অ = আয়	গৈ + অকঃ = গায়কঃ
ও + অ = অব্ + অ = অব	পো + অনঃ = পবনঃ
ঔ + উ = আব্ + উ = আবু	ভৌ + উকঃ = ভাবুকঃ

ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়মসমূহ

১। যদি ত্ ও দ্-এর পরে চ্ বা ছ্ থাকে, তবে ত্ ও দ্-এর স্থানে চ্ হয়। যেমন–

ত্ + চ = চ্চ	মহৎ + চক্রম্ = মহচ্চক্রম্
দ্ + চ = চ্চ	বিপদ্ + চয়ঃ = বিপচ্চয়ঃ
ত্ + ছ = চ্ছ	মহৎ + ছত্রম্ = মহচ্ছত্রম্
দ্ + ছ = চ্ছ	তদ্ + ছবিঃ = তচ্ছবিঃ

২। যদি ত্ ও দ্-এর পরে জ্ বা ঝ্ থাকে, তাহলে ত্ ও দ্-এর স্থলে জ্ হয়। যেমন–

ত্ + জ = জ্জ	যাবৎ + জীবেৎ = যাবজ্জীবেৎ
ত্ + ঝ = জ্ঝ	কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা
দ্ + জ = জ্জ	তদ্ + জন্ম = তজ্জন্ম
দ্ + ঝ = জ্ঝ	তদ্ + ঝনৎকারঃ = তজ্ঝনৎকারঃ

৩। পদের অন্তস্থিত ত্-কার কিংবা দ্-কারের পর তালব্য শ্ থাকলে ত্ ও দ্-স্থানে চ্ এবং তালব্য শ্-স্থানে ছ্ হয়। যেমন–

ত্ + শ = চ্ছ	তৎ + শ্রুত্বা = তচ্ছ্রুত্বা
ত্ + শ = চ্ছ	মৃৎ + শকটিকম্ = মৃচ্ছকটিকম্
দ্ + শ = চ্ছ	তদ্ + শরীরম্ = তচ্ছরীরম্
দ্ + শ = চ্ছ	তদ্ + শোকঃ = তচ্ছোকঃ

৪। পদের অন্তস্থিত ত্-এর পর যদি হ্ থাকে, তবে ত্-স্থানে দ্ এবং হ্-স্থানে ধ্ হয়। যেমন–

ত্ + হ = দ্ধ	উৎ + হতঃ = উদ্ধতঃ
ত্ + হ = দ্ধ	উৎ + হারঃ = উদ্ধারঃ
দ্ + হ = দ্ধ	তদ্ + হিতম্ = তদ্ধিতম্
দ্ + হ = দ্ধ	পদ্ + হতিঃ = পদ্ধতিঃ

৫। ত্ কিংবা দ্-এর পর যদি ল্ থাকে, তবে ত্ ও দ্-এর স্থানে ল্ হয়। যেমন–

ত্ + ল = ল	উৎ + লিখিতঃ = উল্লিখিতঃ
ত্ + ল = ল	উৎ + লাসঃ = উল্লাসঃ
দ্ + ল = ল	তদ্ + লীলা = তল্লীলা

৬। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ কিংবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকলে পদের অন্তে অবস্থিত ক্ স্থানে গ্, চ্ স্থানে জ্, ট্ স্থানে ড্ এবং প্ স্থানে ব্ হয়। যেমন–

বাক্ + ঈশঃ = বাগীশঃ
দিক্ + গজঃ = দিগ্‌গজঃ
অচ্ + অন্তঃ = অজন্তঃ
সম্রাট্ + বদতি = সম্রাড্‌বদতি
অপ্ + হরণম্ = অব্‌হরণম্

৭। হ্রস্বস্বরের পরে অবস্থিত ছ্-স্থানে চ্ছ্ হয়। যেমন–

পরি + ছেদঃ = পরিচ্ছেদঃ
অব + ছেদঃ = অবচ্ছেদঃ
বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া।

বিসর্গসন্ধির নিয়মসমূহ

১। যদি চ্ বা ছ্ পরে থাকে, তবে বিসর্গস্থানে তালব্য শ্ হয়। যেমন–

কঃ + চিৎ = কশ্চিৎ
নিঃ + চিতম্ = নিশ্চিতম্
পূর্ণঃ + চন্দ্রঃ = পূর্ণশ্চন্দ্রঃ।

২। যদি ত্ পরে থাকে, তবে বিসর্গস্থানে স্ হয়। যেমন–

নিঃ + তারঃ = নিস্তারঃ
নদ্যাঃ + তীরে = নদ্যাস্তীরে
উদিতঃ + তপনঃ = উদিতস্তপনঃ

৩। যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম বর্ণ কিংবা য্ র্ ল্ ব্ হ্ পরে থাকে, তবে অ-কারের পরস্থিত বিসর্গস্থানে ও-কার হয়। যেমন–

সদ্যঃ + জাতঃ = সদ্যোজাতঃ
শান্তঃ + গজঃ = শান্তো গজঃ

ভগ্নঃ + ঘটঃ = ভগ্নো ঘটঃ
শিরঃ + মণিঃ = শিরোমণিঃ
বীরঃ + যোদ্ধা = বীরো যোদ্ধা
লোহিতঃ + রবিঃ = লোহিতো রবিঃ
কৃতঃ + লোভঃ = কৃতো লোভঃ
দৃঢ় + বন্ধঃ = দৃঢ়ো বন্ধঃ
ভীতঃ + হরিণঃ = ভীতো হরিণঃ

৪। র্ পরে থাকলে বিসর্গ (ঃ) স্থানে যে র্ হয় তা লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন–

নিঃ + রবঃ = নীরবঃ
নিঃ + রসঃ = নীরসঃ
নিঃ + রোগঃ = নীরোগঃ

৫। যদি অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকে, তবে অ-কারের অন্তে অবস্থিত বিসর্গ লুপ্ত হয়, পরে আর সন্ধি হয় না। যেমন–

অতঃ + এব = অতএব
চন্দ্রঃ + উদেতি = চন্দ্র উদেতি
নবঃ + ইব = নব ইব
কঃ + এষঃ = ক এষঃ

৬। যদি অ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণ বা কোন ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকে, তবে 'সঃ' ও 'এষঃ'– এই দুটি পদের অন্তে অবস্থিত বিসর্গ লুপ্ত হয়। যেমন–

সঃ + উবাচ = স উবাচ
এষঃ + পঠতি = এষ পঠতি
সঃ + আগতঃ = স আগতঃ
এষঃ + গচ্ছতি = এষ গচ্ছতি

সংস্কৃত অনুবাদে সন্ধির ব্যবহার :
সংস্কৃত বাক্যে সন্ধি কর্তার ইচ্ছাধীন। তবে সন্ধির ফলে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন– দেবস্য আলয়ঃ (দেবের আলয়) না বলে যদি 'দেবালয়ঃ' বলা হয়, তবে পদটি শ্রুতিমধুর হয়।

সন্ধি প্রয়োগ করে কয়েকটি অনুবাদের আদর্শ : দেবী বললেন– দেব্যুবাচ। বিদ্যার আলয়– বিদ্যালয়ঃ। শিক্ষকের আদেশ– শিক্ষকস্যাদেশঃ। ঘোড়া দৌড়ায়– অশ্বো ধাবতি। শান্ত হও– শান্তো ভব। সূর্যের উদয়– সূর্যোদয়ঃ।

অনুশীলনী

১। **শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :**

ক) অদ্য + এব = অদ্যেব / অদ্যৈব / অদ্য ইব / অদিব্য।

খ) সূর্য + উদয়ঃ = সূর্যোদয়ঃ / সূর্যাদয়ঃ / সূর্যেদয়ঃ / সূর্যৌদয়ঃ।

গ) অতি + আচারঃ = অত্যাচার / অত্যাচারঃ / অত্যচারঃ / অত্যচার।

ঘ) তদ্ + জন্ম = তদ্‌জন্ম / তৎজন্ম / তজ্জন্ম / তজ্জান্ম।

ঙ) নিঃ + রোগঃ = নিরোগঃ / নীরোগঃ / নিরোগ / নীরোগ।

২। **শূন্যস্থান পূরণ কর :**

গিরি + ——— = গিরীশঃ। ——— + আগতম্ = স্বাগতম্।

মহা + ঋষিঃ = ———। জন + একঃ = ———। ——— + উত্তরম্ = প্রশ্নোত্তরম্।

৩। **সন্ধি কর :**

মহা + অর্ঘঃ।	অতি + আচারঃ।	নৌ + ইকঃ।
অচ্ + অন্তঃ।	নদ্যাঃ + তীরে।	নিঃ + রবঃ।
অতঃ + এব।	সঃ + উবাচ।	

৪। **সন্ধিবিচ্ছেদ কর :**

নবান্নম্, প্রতীক্ষা, দেবেন্দ্রঃ, মতৈক্যম্, নদ্যম্বু, যাবজ্জীবেৎ, উলাসঃ, বাগীশঃ, কশ্চিৎ।

৫। **সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কত প্রকার ও কি কি?**

৬। **স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধির পার্থক্য লেখ।**

৭। **সংস্কৃতে অনুবাদ কর :**

(ক) শিশু রোদন করছে। (খ) বিদ্যার আলয়। (গ) লতার মত। (ঘ) মহান ঋষি। (ঙ) সেই ছবি।
(চ) কোনও এক। (ছ) নদীর তীরে। (জ) দেবী বললেন।

৮। **বাংলায় অনুবাদ কর :**

(ক) নাস্তি দোষঃ। (খ) নমস্তস্যৈ। (গ) বায়ুর্বাতি। (ঘ) শ্রম এব যজ্ঞঃ। (ঙ) নীরোগো ভব।

তৃতীয়ঃ পাঠঃ

লিঙ্গপ্রকরণম্

সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ তিন প্রকার– পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। সাধারণত পুরুষবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ। যেমন– বালকঃ, নরঃ, পুত্রঃ ইত্যাদি। স্ত্রীবাচক শব্দ সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন– বালিকা, নারী, দেবী, স্ত্রী ইত্যাদি। যে শব্দ দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী কিছুই বোঝায় না সাধারণত তা ক্লীবলিঙ্গ। যেমন– জলম্, ফলম্, পুষ্পম্ ইত্যাদি।

তবে সংস্কৃত ভাষায় সব সময় অর্থ দেখে শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করা যায় না। দার, ভার্যা ও কলত্র– এই তিনটি শব্দের একই অর্থ 'স্ত্রী', কিন্তু 'দার' পুংলিঙ্গ শব্দ, 'ভার্যা' স্ত্রীলিঙ্গ এবং 'কলত্র' ক্লীবলিঙ্গ শব্দ।

পুংলিঙ্গ

১। দেব, দৈত্য, স্বর্গ, গিরি, সমুদ্র, যজ্ঞ প্রভৃতি শব্দের পর্যায়বাচক শব্দগুলি পুংলিঙ্গ। যেমন–

ক) দেববাচক : দেবঃ, সুরঃ, অমরঃ ইত্যাদি।

খ) দৈত্যবাচক : দৈত্যঃ, অসুরঃ, দানবঃ, রাক্ষসঃ ইত্যাদি।

গ) স্বর্গবাচক : স্বর্গঃ, ত্রিদিবঃ, দেবলোকঃ, সুরলোকঃ ইত্যাদি।

ঘ) গিরিবাচক : গিরিঃ, পর্বতঃ, শৈলঃ, নগঃ ইত্যাদি।

ঙ) সমুদ্রবাচক : সমুদ্রঃ, সাগরঃ, অর্ণবঃ ইত্যাদি।

চ) যজ্ঞবাচক : যজ্ঞঃ, যাগঃ, মখঃ, ক্রতুঃ ইত্যাদি।

২। দেবগণের নামও পুংলিঙ্গবাচক শব্দ। যেমন– অগ্নিঃ, বিষ্ণুঃ, ইন্দ্রঃ, শিবঃ, গণেশঃ, মহেশ্বরঃ ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ

১। আ-কারান্ত, ঈ-কারান্ত ও ঊ-কারান্ত শব্দগুলি সাধারণত স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন– লতা, শ্রদ্ধা, বিদ্যা, প্রভা, নদী, জননী, মহী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, বধূ, ভূ ইত্যাদি।

২। ঋ-কারান্ত মাতৃ (মা), দুহিতৃ (কন্যা), স্বসৃ (ভগ্নী), ননন্দৃ (ননদ) প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন– মাতা, দুহিতা, স্বসা, ননন্দা ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গ

১। গগন, নয়ন, বন, কুসুম, ধন, অন্ন ও জলবাচক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। যেমন–

ক) গগনবাচক : গগনম্, অম্বরম্, নভঃ ইত্যাদি।

খ) নয়নবাচক : নয়নম্, নেত্রম্, লোচনম্ ইত্যাদি।

গ) বনবাচক : বনম্, অরণ্যম্, বিপিনম্ ইত্যাদি।

ঘ) কুসুমবাচক : কুসুমম্, পুষ্পম্ ইত্যাদি।

ঙ) ধনবাচক : ধনম্, বিত্তম্, দ্রবিণম্ ইত্যাদি।

চ) অন্নবাচক : অন্নম্, খাদ্যম্, ভোজ্যম্ ইত্যাদি।

ছ) জলবাচক : জলম্, বারি ইত্যাদি।

২। যে-সব শব্দের শেষে 'অস্' থাকে, সেগুলি সাধারণত ক্লীবলিঙ্গ। যেমন– পয়স্, চেতস্, মনস্, বচস্, তমস্ ইত্যাদি।

সংস্কৃতানুবাদ

দেবগণ– দেবাঃ। দৈত্যদের– দৈত্যানাম্। দুজন অসুর– অসুরৌ। পর্বত থেকে– পর্বতাৎ। সমুদ্রগুলিতে– সমুদ্রেষু। যজ্ঞের দ্বারা– যজ্ঞেন। বিষ্ণুর– বিষ্ণোঃ। গণেশকে– গণেশম্। লতার– লতায়াঃ। বিদ্যার দ্বারা– বিদ্যয়া। ভার্যাকে– ভার্যাম্। সরস্বতীর– সরস্বত্যাঃ। লক্ষ্মী– লক্ষ্মীঃ। বধূগণ– বধ্বঃ। মাকে– মাতরম্। দুহিতার– দুহিতুঃ। জল– জলম্। অন্ন– অন্নম্। গগন– গগনম্। খাদ্য– খাদ্যম্। চোখ– নয়নম্। বন– বনম্।

অনুশীলনী

১। **সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :**

ক) দৈত্যবাচক শব্দ পুংলিঙ্গ / স্ত্রীলিঙ্গ / ক্লীবলিঙ্গ / উভয়লিঙ্গ।

খ) সাধারণত পুরুষবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ / ক্লীবলিঙ্গ / উভয়লিঙ্গ / পুংলিঙ্গ।

গ) 'ত্রিদিব' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ / পুংলিঙ্গ / স্ত্রীলিঙ্গ / উভয়লিঙ্গ।

ঘ) 'কলত্র' শব্দের অর্থ পুত্র / কন্যা / স্ত্রী / পিতা।

ঙ) 'বারি' শব্দ অন্ন / গগন / পুষ্প / জল শব্দের প্রতিশব্দ।

২। নিচের শব্দগুলির লিঙ্গ নির্ণয় কর :

স্বর্গ, পর্বত, জননী, ক্রতু, পুষ্প, বিদ্যা, বারি।

৩। কোন্ কোন্ শব্দ সাধারণত ক্লীবলিঙ্গ?

৪। স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেশক দুটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

৫। পুংলিঙ্গ নির্দেশক প্রথম নিয়মটি উদাহরণসহ উলেখ কর।

৬। সংস্কৃত ভাষায় লিঙ্গ কয় প্রকার ও কি কি?

৭। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

দেবগণের। সরস্বতীকে। যজ্ঞের দ্বারা। বিদ্যা থেকে। জল। খাদ্য। চোখ থেকে। মাকে। বধূগণ। বিষ্ণুর। সমুদ্রে। কন্যারা। গণেশের।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর :

অসুরৌ, বিদ্যয়া, বিষ্ণুণা, ভার্যাম্, পর্বতাৎ।

চতুর্থঃ পাঠঃ

শব্দরূপঃ

শব্দের সঙ্গে সাতটি বিভক্তি যুক্ত হয়– প্রথমা (১মা), দ্বিতীয়া (২য়া), তৃতীয়া (৩য়া), চতুর্থী (৪র্থী), পঞ্চমী (৫মী), ষষ্ঠী (৬ষ্ঠী) ও সপ্তমী (৭মী)। এই সাতটি বিভক্তির প্রত্যেকটির তিনটি বচন– একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। সুতরাং শব্দবিভক্তির মোট রূপ একুশটি (৭X৩)। শব্দ বিভক্তির অপর নাম সুপ্।

শব্দ বিভক্তির আকৃতি

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	সু	ঔ	জস্
দ্বিতীয়া	অম্	ঔট্	শস্
তৃতীয়া	টা	ভ্যাম্	ভিস্
চতুর্থী	ঙে	ভ্যাম্	ভ্যস্
পঞ্চমী	ঙসি	ভ্যাম্	ভ্যস্
ষষ্ঠী	ঙস্	ওস্	আম্
সপ্তমী	ঙি	ওস্	সুপ্

শব্দ বিভক্তির আকৃতি প্রয়োগের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিতভাবে লেখা যেতে পারে–

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
প্রথমা	ঃ	ঔ	অঃ
দ্বিতীয়া	অম্	ঔ	অঃ
তৃতীয়া	আ	ভ্যাম্	ভিঃ
চতুর্থী	এ	ভ্যাম্	ভ্যঃ
পঞ্চমী	অঃ	ভ্যাম্	ভ্যঃ
ষষ্ঠী	অঃ	ওঃ	আম্
সপ্তমী	ই	ওঃ	সু

শব্দরূপ : সাতটি বিভক্তি ও সম্বোধনের তিনটি বচনে শব্দের যে বিভিন্ন রূপ হয় তাদের বলা হয় শব্দরূপ।

নিম্নে কয়েকটি শব্দের রূপ প্রদর্শিত হল :

ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ
১। মুনি (ঋষি)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	মুনিঃ	মুনী	মুনয়ঃ
২য়া	মুনিম্	মুনী	মুনীন্
৩য়া	মুনিনা	মুনিভ্যাম্	মুনিভিঃ
৪র্থী	মুনয়ে	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
৫মী	মুনেঃ	মুনিভ্যাম্	মুনিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	মুনেঃ	মুন্যোঃ	মুনীনাম্
৭মী	মুনৌ	মুন্যোঃ	মুনিষু
সম্বোধন	মুনে	মুনী	মুনয়ঃ

দ্রষ্টব্য : পতি ও সখি ব্যতীত অগ্নি, রবি, বিধি, কবি, কপি, বহ্নি, গিরি, রশ্মি প্রভৃতি ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ মুনি শব্দের মত। সমাসে পরপদস্থ পতি শব্দের রূপও মুনি শব্দের মত হয়। যেমন– নরপতি, ভূপতি, শ্রীপতি, নৃপতি, মহীপতি, শচীপতি, লক্ষ্মীপতি ইত্যাদি।

২। পতি (স্বামী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	পতিঃ	পতী	পতয়ঃ
২য়া	পতিম্	পতী	পতীন্
৩য়া	পত্যা	পতিভ্যাম্	পতিভিঃ
৪র্থী	পত্যে	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
৫মী	পত্যুঃ	পতিভ্যাম্	পতিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	পত্যুঃ	পত্যোঃ	পতীনাম্
৭মী	পত্যৌ	পত্যোঃ	পতিষু
সম্বোধন	পতে	পতী	পতয়ঃ

৩। সখি (বন্ধু)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	সখা	সখায়ৌ	সখায়ঃ
২য়া	সখায়ম্	সখায়ৌ	সখীন্
৩য়া	সখ্যা	সখিভ্যাম্	সখিভিঃ
৪র্থী	সখ্যে	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
৫মী	সখ্যুঃ	সখিভ্যাম্	সখিভ্যঃ
৬ষ্ঠী	সখ্যুঃ	সখ্যোঃ	সখীনাম্
৭মী	সখ্যৌ	সখ্যোঃ	সখিষু
সম্বোধন	সখে	সখায়ৌ	সখায়ঃ

আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ

১। লতা (ব্রততী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	লতা	লতে	লতাঃ
২য়া	লতাম্	লতে	লতাঃ
৩য়া	লতয়া	লতাভ্যাম্	লতাভিঃ
৪র্থী	লতায়ৈ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
৫মী	লতায়াঃ	লতাভ্যাম্	লতাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	লতায়াঃ	লতয়োঃ	লতানাম্
৭মী	লতায়াম্	লতয়োঃ	লতাসু
সম্বোধন	লতে	লতে	লতাঃ

দ্রষ্টব্য : শ্রদ্ধা, প্রভা, বিভা, আশা, ইচ্ছা, দয়া, কৃপা, বীণা, দেবতা, লজ্জা, ঘৃণা, বিদ্যা, গঙ্গা প্রভৃতি আ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের রূপ লতা শব্দের অনুরূপ।

২। কন্যা (মেয়ে)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	কন্যা	কন্যে	কন্যাঃ
২য়া	কন্যাম্	কন্যে	কন্যাঃ
৩য়া	কন্যয়া	কন্যাভ্যাম্	কন্যাভিঃ
৪র্থী	কন্যায়ৈ	কন্যাভ্যাম্	কন্যাভ্যঃ
৫মী	কন্যায়াঃ	কন্যাভ্যাম্	কন্যাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	কন্যায়াঃ	কন্যয়োঃ	কন্যানাম্
৭মী	কন্যায়াম্	কন্যয়োঃ	কন্যাসু
সম্বোধন	কন্যে	কন্যে	কন্যাঃ

৩। দুর্গা (দশভুজা দেবী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	দুর্গা	দুর্গে	দুর্গাঃ
২য়া	দুর্গাম্	দুর্গে	দুর্গাঃ
৩য়া	দুর্গয়া	দুর্গাভ্যাম্	দুর্গাভিঃ
৪র্থী	দুর্গায়ৈ	দুর্গাভ্যাম্	দুর্গাভ্যঃ
৫মী	দুর্গায়াঃ	দুর্গাভ্যাম্	দুর্গাভ্যঃ
৬ষ্ঠী	দুর্গায়াঃ	দুর্গয়োঃ	দুর্গানাম্
৭মী	দুর্গায়াম্	দুর্গয়োঃ	দুর্গাসু
সম্বোধন	দুর্গে	দুর্গে	দুর্গাঃ

ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ
১। নদী (তটিনী)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	নদী	নদ্যৌ	নদ্যঃ
২য়া	নদীম্	নদ্যৌ	নদীঃ
৩য়া	নদ্যা	নদীভ্যাম্	নদীভিঃ
৪র্থী	নদ্যৈ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
৫মী	নদ্যাঃ	নদীভ্যাম্	নদীভ্যঃ
৬ষ্ঠী	নদ্যাঃ	নদ্যোঃ	নদীনাম্
৭মী	নদ্যাম্	নদ্যোঃ	নদীষু
সম্বোধন	নদি	নদ্যৌ	নদ্যঃ

দ্রষ্টব্য : গৌরী, সুন্দরী, নারী, সতী, সরস্বতী, পৃথিবী, লেখনী, নগরী, শ্রেণী, কালী প্রভৃতি ঈ-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গা শব্দের রূপ নদী শব্দের অনুরূপ।

২। দেবী (স্ত্রীদেবতা)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	দেবী	দেব্যৌ	দেব্যঃ
২য়া	দেবীম্	দেব্যৌ	দেবীঃ

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
৩য়া	দেব্যা	দেবীভ্যাম্	দেবীভিঃ
৪র্থী	দেব্যৈ	দেবীভ্যাম্	দেবীভ্যঃ
৫মী	দেব্যাঃ	দেবীভ্যাম্	দেবীভ্যঃ
ষ্ঠী	দেব্যাঃ	দেব্যোঃ	দেবীনাম্
৭মী	দেব্যাম্	দেব্যোঃ	দেবীষু
সম্বোধন	দেবি	দেব্যৌ	দেব্যঃ

৩। শ্রী (লক্ষ্মী, সৌন্দর্য)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	শ্রীঃ	শ্রিয়ৌ	শ্রিয়ঃ
২য়া	শ্রিয়ম্	শ্রিয়ৌ	শ্রিয়ঃ
৩য়া	শ্রিয়া	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভিঃ
৪র্থী	শ্রিয়ৈ, শ্রিয়ে	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভ্যঃ
৫মী	শ্রিয়াঃ, শ্রিয়ঃ	শ্রীভ্যাম্	শ্রীভ্যঃ
৬ষ্ঠী	শ্রিয়াঃ, শ্রিয়ঃ	শ্রিয়োঃ	শ্রিয়াম্, শ্রীণাম্
৭মী	শ্রিয়াম্, শ্রিয়ি	শ্রিয়োঃ	শ্রীষু
সম্বোধন	শ্রীঃ	শ্রিয়ৌ	শ্রিয়ঃ

দ্রষ্টব্য : হ্রী (লজ্জা), ধী (বুদ্ধি) ও ভী (ভয়) শব্দের রূপ শ্রী-শব্দের মত।

অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ
১। ফল

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	ফলম্	ফলে	ফলানি
২য়া	ফলম্	ফলে	ফলানি
৩য়া	ফলেন	ফলাভ্যাম্	ফলৈঃ
৪র্থী	ফলায়	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
৫মী	ফলাৎ	ফলাভ্যাম্	ফলেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	ফলস্য	ফলয়োঃ	ফলানাম্
৭মী	ফলে	ফলয়োঃ	ফলেষু
সম্বোধন	ফল	ফলে	ফলানি

দ্রষ্টব্য : পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ, অন্ন, ছত্র, জ্ঞান, তৃণ, যুদ্ধ, রাষ্ট্র, বন, অরণ্য, ধন, কমল, নয়ন, পুষ্প প্রভৃতি অ-কারান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দের রূপ ফল শব্দের মত।

২। কমল (পদ্ম)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	কমলম্	কমলে	কমলানি
২য়া	কমলম্	কমলে	কমলানি
৩য়া	কমলেন	কমলাভ্যাম্	কমলৈঃ
৪র্থী	কমলায়	কমলাভ্যাম্	কমলেভ্যঃ
৫মী	কমলাৎ	কমলাভ্যাম্	কমলেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	কমলস্য	কমলয়োঃ	কমলানাম্
৭মী	কমলে	কমলয়োঃ	কমলেষু
সম্বোধন	কমল	কমলে	কমলানি

৩। তৃণ (ঘাস)

বিভক্তি	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
১মা	তৃণম্	তৃণে	তৃণানি
২য়া	তৃণম্	তৃণে	তৃণানি
৩য়া	তৃণেন	তৃণাভ্যাম্	তৃণৈঃ
৪র্থী	তৃণায়	তৃণাভ্যাম্	তৃণেভ্যঃ
৫মী	তৃণাৎ	তৃণাভ্যাম্	তৃণেভ্যঃ
৬ষ্ঠী	তৃণস্য	তৃণয়োঃ	তৃণানাম্
৭মী	তৃণে	তৃণয়োঃ	তৃণেষু
সম্বোধন	তৃণ	তৃণে	তৃণানি

সংস্কৃতানুবাদ

বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদের জন্য সংস্কৃত শব্দরূপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাংলায় শব্দের সঙ্গে যে বিভক্তি যুক্ত থাকে, সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় শব্দের সঙ্গে সেই বিভক্তিই যোগ করতে হয়। এজন্য সংস্কৃতানুবাদ শিক্ষার পূর্বে বাংলা শব্দবিভক্তির আকৃতি মুখস্থ করা অত্যাবশ্যক। একারণেই নিম্নে বাংলা শব্দবিভক্তির আকৃতি প্রদত্ত হল :

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
১মা	অ	রা, এরা
২য়া	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগরে
৩য়া	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক	দিগদ্বারা, দিগদিয়া, দিগকর্তৃক
৪র্থী	কে, রে, এরে	দিগকে, দিগরে
৫মী	হতে, থেকে, চেয়ে	দিগ হতে, দিগ থেকে
৬ষ্ঠী	র, এর	দিগের, দের
৭মী	তে, এ, য়	দিগেতে, দিগে

শব্দবিভক্তির প্রয়োগ : বালককে। ‘বালক’ মূল শব্দ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ‘কে’। ‘কে’ দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনের চিহ্ন। সুতরাং ‘বালককে’ দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনান্ত পদ। এজন্য সংস্কৃতে অনুবাদের সময় ‘বালক’ শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন প্রয়োগ করতে হবে। ‘বালক’ শব্দ ‘নর’ শব্দের মত। ‘নর’ শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন ‘নরম্’। সুতরাং ‘বালক’ শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচন ‘বালকম্’। এভাবে বাংলা শব্দবিভক্তির আকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে সংস্কৃতে অনুবাদ করতে হবে।

অনুবাদের কতিপয় আদর্শ : বালকেরা—বালকাঃ। বালকের—বালকস্য। বালক থেকে—বালকাৎ। মুনির দ্বারা— মুনিনা। মুনিগণের—মুনীনাম্। পতিকে—পতিম্। পতির—পত্যুঃ। বন্ধুর দ্বারা—সখ্যা। লতার দ্বারা—লতয়া। লতার– লতায়াঃ। কন্যাগণ—কন্যাঃ। দুটি নদী—নদ্যৌ। দেবীর—দেব্যাঃ। ফলগুলি—ফলানি। দুটি পদ্ম—কমলে। তৃণ থেকে– তৃণাৎ।

অনুশীলনী

১। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) ‘মুনি’ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনের রূপ– মুনিন্ / মুনীন্ / মুনিনা / মুনয়ে।
খ) ‘সখি’ শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির একবচনের রূপ– সখ্যা / সখ্যৈ / সখিনা / সখ্যুঃ।
গ) ‘লতা’ শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের রূপ– লতাভিঃ / লতায়ৈ / লতয়া / লতাসু।
ঘ) ‘ফল’ শব্দের সপ্তমী বিভক্তির বহুবচনের রূপ– ফলানাম্ / ফলেষু / ফলেন / ফলাৎ।
ঙ) ‘পাপ’ শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের রূপ– পাপানি / পাপম্ / পাপানী / পাপিনা।

২। নির্দেশ অনুযায়ী নিচের শব্দগুলির রূপ লেখ :

ক) ‘মুনি’ শব্দের চতুর্থী বিভক্তির একবচনের রূপ।
খ) ‘নরপতি’ শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির একবচনের রূপ।
গ) ‘পতি’ শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের রূপ।

ঘ) 'সখি' শব্দের চতুর্থী বিভক্তির একবচনের রূপ।

ঙ) 'লতা' শব্দের সপ্তমী বিভক্তির বহুবচনের রূপ।

চ) 'প্রভা' শব্দের তৃতীয়া বিভক্তির একবচনের রূপ।

ছ) 'নদী' শব্দের দ্বিতীয়া বিভক্তির বহুবচনের রূপ।

জ) 'ফল' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচনের রূপ।

ঝ) 'পুষ্প' শব্দের প্রথমা বিভক্তির বহুবচনের রূপ।

ঞ) 'তৃণ' শব্দের চতুর্থী বিভক্তির বহুবচনের রূপ।

৩। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক) শব্দের সঙ্গে কয়টি বিভক্তি যুক্ত হয়?

খ) শব্দরূপ কাকে বলে?

গ) 'ভূপতি' শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত?

ঘ) 'বিদ্যা' শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত?

ঙ) 'ধী' শব্দের রূপ কোন্ শব্দের মত?

৪। প্রথমা থেকে চতুর্থী বিভক্তি পর্যন্ত নদী শব্দের রূপ লেখ।

৫। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

বালকের। পতিকে। দুটি নদী। মুনিগণের। লতার। বালক থেকে। লতার দ্বারা। পদ্মগুলি।

৬। বাংলায় অনুবাদ কর :

বালকাৎ। মুনেঃ। কমলানি। নদ্যঃ। লতাসু। দেব্যাঃ। শ্রীঃ। তৃণাৎ। পত্যুঃ। দুর্গায়ৈ। সরস্বত্যাঃ।

৭। 'দুর্গা' শব্দের পূর্ণ রূপ লেখ।

৮। চতুর্থী থেকে সপ্তমী বিভক্তি পর্যন্ত 'লতা' শব্দের রূপ লেখ।

৯। প্রথমা থেকে তৃতীয়া বিভক্তি পর্যন্ত 'অগ্নি' শব্দের রূপ লেখ।

১০। 'মুনি' শব্দের পূর্ণ রূপ লেখ।

১১। সকল বিভক্তি ও বচনে শব্দবিভক্তির আকৃতি লেখ।

পঞ্চমঃ পাঠঃ

ধাতুরূপঃ

সংস্কৃত ভাষায় পুরুষ তিন প্রকার– উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ। অহম্ (আমি), আবাম্ (আমরা দুজন), বয়ম্ (আমরা) উত্তমপুরুষ। ত্বম্ (তুমি), যুবাম্ (তোমরা দুজন), যূয়ম্ (তোমরা) মধ্যমপুরুষ এবং অবশিষ্ট সব, যেমন– সঃ (সে), তৌ (তারা দুজন), তে (তারা), রামঃ, অনুপঃ, কমলা, সারদা প্রভৃতি প্রথমপুরুষ। পত্যেক পুরুষের তিনটি বচন– একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন।

ক্রিয়ার মূলকে বলা হয়া ধাতু। ধাতুর চিহ্ন √। √পঠ্,√গম্,√দৃশ্ প্রভৃতি ধাতু। কর্তৃবাচ্যে ধাতু তিন প্রকার। পরস্মৈপদী, আত্মনেপদী ও উভয়পদী।

ক্রিয়ার ব্যাপার বোঝাতে ধাতুর সঙ্গে তি, তস্, অন্তি, দ্, তাম্, তু, অন্তু, যাৎ, স্যতি প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয়। এই বিভক্তিগুলি ক্রিয়ার কাল বা ভাব প্রকাশ করে। এদের বলা হয় তিঙ্‌বিভক্তি।

তিঙ্‌বিভক্তি বা ধাতুবিভক্তি দশ ভাগে বিভক্ত। এই দশটি ভাগের মধ্যে লট্, লোট্, লঙ্, বিধিলিঙ্ বা লিঙ্ ও ল্‌ট্ প্রধান। এদের আদিতে ‘ল’ থাকায় এদের বলা হয় ল-কার। বর্তমান কাল অর্থে লট্, অতীতকাল অর্থে লঙ্, ভবিষ্যৎকাল অর্থে লৃট্, বর্তমান অনুজ্ঞা (আদেশ, উপদেশ) প্রভৃতি বোঝাতে লোট্ এবং উচিত অর্থে বিধিলিঙ্ বা লিঙের ব্যবহার হয়।

প্রত্যেকটি ল-কারের উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ – এই তিনটি ভেদ এবং তাদের আবার একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন – এই তিন ভেদ। ফলে তিঙ্ বিভক্তির সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ X ৩ X ৩ = ৯০ (নব্বই)। আত্মনেপদেও তিঙ্ বিভক্তির সংখ্যা ৯০। সুতরাং তিঙ্ বিভক্তির মোট সংখ্যা ১৮০।

ধাতুরূপ : বিভিন্ন ল-কারে তিনটি পুরুষ ও তিনটি বচনে ধাতুর যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, তাদের বলা হয় ধাতুরূপ।

তিঙ্ বা ক্রিয়াবিভক্তির আকৃতি

পরস্মৈপদী

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	তি	সি	মি
দ্বিবচন	তস্ (তঃ)	থস্ (থঃ)	বস্ (বঃ)
বহুবচন	অন্তি	থ	মস্(মঃ)

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	তু	হি	আনি
দ্বিবচন	তাম্	তম্	আব
বহুবচন	অন্তু	ত	আম

লঙ্

একবচন	দ্(ৎ)	স্(ঃ)	অম্
দ্বিবচন	তাম্	তম্	ব
বহুবচন	অন্	ত	ম

বিধিলিঙ্

একবচন	যাৎ	যাস্(যাঃ)	যাম্
দ্বিবচন	যাতাম্	যাতম্	যাব
বহুবচন	যুস্(সুঃ)	যাত	যাম

লৃট্

একবচন	স্যতি	স্যসি	স্যামি
দ্বিবচন	স্যতস্ (স্যতঃ)	স্যথস্(স্যথঃ)	স্যাবস্(স্যাবঃ)
বহুবচন	স্যন্তি	স্যথ	স্যামস্(স্যামঃ)

সংস্কৃত ধাতুরূপ অসংখ্য। এখানে কয়েকটি ধাতুরূপের পরিচয় দেওয়া হল।

১। গম্ (যাওয়া)

লট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	গচ্ছতি	গচ্ছসি	গচ্ছামি
দ্বিবচন	গচ্ছতঃ	গচ্ছথঃ	গচ্ছাবঃ
বহুবচন	গচ্ছন্তি	গচ্ছথ	গচ্ছামঃ

লোট্

একবচন	গচ্ছতু	গচ্ছ	গচ্ছানি
দ্বিবচন	গচ্ছতাম্	গচ্ছতম্	গচ্ছাব
বহুবচন	গচ্ছন্তু	গচ্ছত	গচ্ছাম

লঙ্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	অগচ্ছৎ	অগচ্ছঃ	অগচ্ছম্
দ্বিবচন	অগচ্ছতাম্	অগচ্ছতম্	অগচ্ছাব
বহুবচন	অগচ্ছন্	অগচ্ছত	অগচ্ছাম

বিধিলিঙ্

একবচন	গচ্ছেৎ	গচ্ছেঃ	গচ্ছেয়ম্
দ্বিবচন	গচ্ছেতাম্	গচ্ছেতম্	গচ্ছেব
বহুবচন	গচ্ছেয়ুঃ	গচ্ছেত	গচ্ছেম

লৃট্

একবচন	গমিষ্যতি	গমিষ্যসি	গমিষ্যামি
দ্বিবচন	গমিষ্যতঃ	গমিষ্যথঃ	গমিষ্যাবঃ
বহুবচন	গমিষ্যন্তি	গমিষ্যথ	গমিষ্যামঃ

২। পঠ্ (পড়া)

লট্

একবচন	পঠতি	পঠসি	পঠামি
দ্বিবচন	পঠতঃ	পঠথঃ	পঠাবঃ
বহুবচন	পঠন্তি	পঠথ	পঠামঃ

লোট্

একবচন	পঠতু	পঠ	পঠানি
দ্বিবচন	পঠতাম্	পঠতম্	পঠাব
বহুবচন	পঠন্তু	পঠত	পঠাম

লঙ্

একবচন	অপঠৎ	অপঠঃ	অপঠম্
দ্বিবচন	অপঠতাম্	অপঠতম্	অপঠাব
বহুবচন	অপঠন্	অপঠত	অপঠাম

বিধিলিঙ্

একবচন	পঠেৎ	পঠেঃ	পঠেয়ম্
দ্বিবচন	পঠেতাম্	পঠেতম্	পঠেব
বহুবচন	পঠেয়ুঃ	পঠেত	পঠেম

লৃট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	পঠিষ্যতি	পঠিষ্যসি	পঠিষ্যামি
দ্বিবচন	পঠিষ্যতঃ	পঠিষ্যথঃ	পঠিষ্যাবঃ
বহুবচন	পঠিষ্যন্তি	পঠিষ্যথ	পঠিষ্যামঃ

৩। বদ্ (বলা)

লট্

একবচন	বদতি	বদসি	বদামি
দ্বিবচন	বদতঃ	বদথঃ	বদাবঃ
বহুবচন	বদন্তি	বদথ	বদামঃ

লোট্

একবচন	বদতু	বদ	বদানি
দ্বিবচন	বদতাম্	বদতম্	বদাব
বহুবচন	বদন্তু	বদত	বদাম

লঙ্

একবচন	অবদৎ	অবদঃ	অবদম্
দ্বিবচন	অবদতাম	অবদতম্	অবদাব
বহুবচন	অবদন্	অবদত	অবদাম

বিধিলিঙ্

একবচন	বদেৎ	বদেঃ	বদেয়ম্
দ্বিবচন	বদেতাম্	বদেতম্	বদেব
বহুবচন	বদেয়ুঃ	বদেত	বদেম

লৃট্

একবচন	বদিষ্যতি	বদিষ্যসি	বদিষ্যামি
দ্বিবচন	বদিষ্যতঃ	বদিষ্যথঃ	বদিষ্যাবঃ
বহুবচন	বদিষ্যন্তি	বদিষ্যথ	বদিষ্যামঃ

৪। লিখ্ (লেখা)

লট্

একবচন	লিখতি	লিখসি	লিখামি
দ্বিবচন	লিখতঃ	লিখথঃ	লিখাবঃ
বহুবচন	লিখন্তি	লিখথ	লিখামঃ

লোট্

বচন	প্রথমপুরুষ	মধ্যমপুরুষ	উত্তমপুরুষ
একবচন	লিখতু	লিখ	লিখানি
দ্বিবচন	লিখতাম্	লিখতম্	লিখাব
বহুবচন	লিখন্তু	লিখত	লিখাম

লঙ্

একবচন	অলিখৎ	অলিখঃ	অলিখম্
দ্বিবচন	অলিখতাম্	অলিখতম্	অলিখাব
বহুবচন	অলিখন্	অলিখত	অলিখাম

বিধিলিঙ্

একবচন	লিখেৎ	লিখেঃ	লিখেয়ম্
দ্বিবচন	লিখেতাম্	লিখেতম্	লিখেব
বহুবচন	লিখেয়ুঃ	লিখেত	লিখেম

লৃট্

একবচন	লেখিষ্যতি	লেখিষ্যসি	লেখিষ্যামি
দ্বিবচন	লেখিষ্যতঃ	লেখিষ্যথঃ	লেখিষ্যাবঃ
বহুবচন	লেখিষ্যন্তি	লেখিষ্যথ	লেখিষ্যামঃ

সংস্কৃতানুবাদ

সংস্কৃতে একটিমাত্র সংখ্যা বোঝালে হয় একবচন। যেমন– নরঃ (একজন মানুষ)। দুটি সংখ্যা বোঝালে দ্বিবচন। যেমন– নরৌ (দুজন মানুষ)। দুয়ের অধিক সংখ্যা বোঝালে হয় বহুবচন। যেমন– নরাঃ (মানুষেরা)।

সংস্কৃতে পুরুষ তিনপ্রকার– উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও প্রথমপুরুষ।

উত্তমপুরুষ : অহম্ (আমি), আবাম্ (আমরা দুজন), বয়ম্ (আমরা)।
মধ্যমপুরুষ : ত্বম্ (তুমি), যুবাম্ (তোমরা দুজন), যূয়ম্ (তোমরা)।
প্রথমপুরুষ : সঃ (সে), তৌ (তারা দুজন), তে (তারা), ভবান্ (আপনি), ভবন্তৌ (আপনারা দুজন), ভবন্তঃ (আপনারা), রামঃ, যদুঃ, শ্যামলঃ, কৃষ্ণঃ ইত্যাদি।

সংস্কৃতে কর্তা অনুসারে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, অর্থাৎ কর্তা যে পুরুষ ও যে বচনের, ক্রিয়াও সেই পুরুষ ও সেই বচনের হয়।

বর্তমান কাল বা লট্-এর প্রয়োগ

সে পড়ে– সঃ পঠতি। তারা দুজন পড়ে– তৌ পঠতঃ। তারা পড়ে– তে পঠন্তি। তুমি পড়– ত্বম্ পঠসি। তোমরা দুজন পড়– যুবাম্ পঠথঃ। তোমরা পড়– যূয়ম্ পঠথ। আপনি পড়েন– ভবান্ পঠতি। আপনারা দুজন পড়েন– ভবন্তৌ পঠতঃ। আপনারা পড়েন– ভবন্তঃ পঠন্তি।

অতীতকাল বা লঙ্-এর প্রয়োগ

সে গিয়েছিল– সঃ অগচ্ছৎ। তারা দুজন গিয়েছিল– তৌ অগচ্ছতাম্। তারা গিয়েছিল– তে অগচ্ছন্। আমি বলেছিলাম্– অহম্ অবদম্। আমরা দুজন বলেছিলাম– আবাম্ অবদাব। আমরা বলেছিলাম– বয়ম্ অবদাম। তুমি লিখেছিলে– ত্বম্ অলিখঃ। তোমরা দুজন লিখেছিলে– যুবাম্ অলিখতম্। তোমরা লিখেছিলে– যূয়ম্ অলিখত।

ভবিষ্যৎকাল বা লৃট্-এর প্রয়োগ

সে যাবে– সঃ গমিষ্যতি। তারা দুজন যাবে– তৌ গমিষ্যতঃ। তারা যাবে– তে গমিষ্যন্তি। আমি যাব– অহং গমিষ্যামি। তুমি পড়বে– ত্বম্ পঠিষ্যসি। তোমরা দুজন পড়বে– যুবাম্ পঠিষ্যথঃ। তোমরা পড়বে– যূয়ম্ পঠিষ্যথ। আপনি লিখবেন– ভবান্ লেখিষ্যতি।

বর্তমান অনুজ্ঞা বা লোট্-এর প্রয়োগ

যাও– গচ্ছ। যান– গচ্ছতু। পড়– পঠ। লেখ– লিখ। বল– বদ।

দ্রষ্টব্য : ক্রিয়ার অনুজ্ঞাসূচক ভাব বা লোট্-এর কর্তা ত্বম্, ভবান্ প্রভৃতি সাধারণত উহ্য থাকে। তবে এর অনেক ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

ঔচিত্য প্রকাশক ল-কার বা বিধিলিঙের প্রয়োগ

তার যাওয়া উচিত– সঃ গচ্ছেৎ। আমার পড়া উচিত– অহম্ পঠেয়ম্। আমাদের লেখা উচিত– বয়ম্ লিখেম। তোমার বলা উচিত– ত্বম্ বদেঃ। তোমাদের পড়া উচিত– যূয়ম্ পঠেত।

দ্রষ্টব্য : বাংলা বাক্যে ক্রিয়ার পর 'উচিত' শব্দ থাকলে কর্তায় ৬ষ্ঠী বিভক্তি থাকলেও সংস্কৃতে কর্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়। উপরের উদাহরণগুলিতে এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে।

অনুশীলনী

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক) সংস্কৃত ভাষায় পুরুষ কয় প্রকার?

খ) ধাতু কাকে বলে?

গ) তিঙ্‌বিভক্তি কয় ভাগে বিভক্ত?

ঘ) তিঙ্‌বিভক্তির সংখ্যা কত?

ঙ) সংস্কৃতে বচন কয় প্রকার?

চ) দ্বিবচন কাকে বলে?

ছ) ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্তার সম্পর্ক কি?

২। নির্দেশ অনুযায়ী ধাতুরূপ লেখ :

ক) লোট্‌ বিভক্তিতে 'গম্‌'-ধাতুর মধ্যমপুরুষের একবচন।

খ) লট্‌ বিভক্তিতে 'পঠ্‌'-ধাতুর উত্তমপুরুষের বহুবচন।

গ) লৃট্‌ বিভক্তিতে 'বদ্‌'-ধাতুর প্রথমপুরুষের দ্বিবচন।

ঘ) লঙ্‌ বিভক্তিতে 'লিখ্‌'-ধাতুর মধ্যমপুরুষের দ্বিবচন।

ঙ) লৃট্‌ বিভক্তিতে 'লিখ্‌'-ধাতুর প্রথমপুরুষের দ্বিবচন।

৩। বিধিলিঙ্‌ বিভক্তিতে মধ্যমপুরুষে 'লিখ্‌'-ধাতুর রূপ লেখ।

৪। লোট্‌ বিভক্তিতে 'বদ্‌'-ধাতুর রূপ লেখ।

৫। লঙ্‌-বিভক্তিতে 'পঠ্‌' ধাতুর রূপ লেখ।

৬। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

(ক) আপনি পড়েন। (খ) যাদব পড়েছিল। (গ) আমরা যাব। (ঘ) তোমরা দুজন পড়বে। (ঙ) সে যাবে। (চ) আমি বলেছিলাম। (ছ) তার যাওয়া উচিত।

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) তৌ পঠতঃ। (খ) আবাম্‌ অবদাব। (গ) তৌ গমিষ্যতঃ। (ঘ) ত্বম্‌ অলিখঃ। (ঙ) বয়ং লিখেম। (চ) ভবান্‌ লেখিষ্যতি।

৮। পরস্মৈপদে লঙ্‌, লোট্‌ ও লৃট্‌-এর আকৃতি লেখ।

৯। লট্‌-এ সকল পুরুষ ও বচনে 'গম্‌-ধাতুর রূপ লেখ।

ষষ্ঠঃ পাঠঃ

অব্যয়প্রকরণম্

অব্যয়: ন ব্যয় = অব্যয়। ‘ন’ শব্দের অর্থ নেই। ‘ব্যয়’ শব্দের অর্থ ‘রূপান্তর’ বা ‘পরিবর্তন’। সুতরাং ‘অব্যয়’ শব্দের অর্থ ‘যার পরিবর্তন বা রূপান্তর নেই’। যে পদের কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন বা রূপান্তর হয়না, তাকে অব্যয় বলে।

কয়েকটি অব্যয়ের প্রয়োগ:

অদ্য (আজ) - অদ্য অহং গমিষ্যামি– আজ আমি যাব।

অত্র (এখানে) - অত্র আগচ্ছ– এখানে আস।

ইব (মত) - নবনীতম্ ইব কোমলম্ শরীরম্– মাখনের মত কোমল শরীর।

কদা (কখন) - কদা ত্বম্ গমিষ্যসি? – তুমি কখন যাবে?

তত্র (সেখানে) - তত্র গচ্ছ– সেখানে যাও।

দিবা (দিনের বেলা) - দিবা নিদ্রাং ন গচ্ছ– দিনের বেলা ঘুমিয়ো না।

ধিক্ (নিন্দাসূচক অব্যয়) - ধিক্ বিশ্বাসঘাতকম্– বিশ্বাসঘাতককে ধিক্।

নিকষা (নিকটে) - গ্রামং নিকষা নদী– গ্রামের নিকটে নদী।

পুনঃ পুনঃ (বার বার) - বালিকা পুনঃ পুনঃ রোদিতি– বালিকা বারবার রোদন করছে।

পুরা (প্রাচীনকালে) - পুরা একঃ রাজা আসীৎ– প্রাচীনকালে একজন রাজা ছিলেন।

প্রাতঃ (প্রভাত) - প্রাতর্ভ্রমণং কুরু– প্রভাতে ভ্রমণ করবে।

বহিঃ (বাইরে) - গৃহাৎ বহিঃ ন গচ্ছ– ঘরের বাইরে যেয়ো না।

বিনা (ব্যতীত) - দুঃখং বিনা সুখং ন ভবতি– দুঃখ বিনা সুখ হয় না।

মা (না) - পাপং মা কুরু– পাপ করো না।

মিথ্যা (অসত্য) - মিথ্যাভাষণং পাপম্– মিথ্যা বলা পাপ।

শীঘ্রম্ (সত্বর) - শীঘ্রম্ গচ্ছ– শীঘ্র যাও।

সহ (সঙ্গে) - পুত্রেণ সহ পিতা গচ্ছতি– পুত্রের সঙ্গে পিতা যাচ্ছেন।

সদা (সর্বদা) - সদা সত্যং বদ– সর্বদা সত্য বলবে।

অনুশীলনী

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) 'অত্র' শব্দের অর্থ যেখানে / সেখানে / সর্বত্র / এখানে।

খ) 'ধিক্' একটি বিস্ময়সূচক / নিন্দাসূচক / প্রশংসাসূচক / ভাববোধক অব্যয়।

গ) অব্যয় শব্দের অর্থ যার রূপান্তর নেই / রূপান্তর আছে / কিঞ্চিৎ রূপান্তর আছে / অর্ধেক রূপান্তর হয়।

ঘ) 'বিশ্বাসঘাতকম্' পদের অর্থ বিশ্বাসঘাতকের / বিশ্বাসঘাতকের দ্বারা / বিশ্বাসঘাতককে / বিশ্বাসঘাতকেরা।

ঙ) 'মা' শব্দের অর্থ হ্যাঁ / না / কখনো না / সর্বদা।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক) অদ্য অহং———।

খ) ——— ত্বম্ গমিষ্যসি?

গ) দিবা ——— ন গচ্ছ।

ঘ) ——— পুনঃ পুনঃ রোদিতি।

ঙ) পুরা একঃ রাজা ———।

৩। নিম্নলিখিত অব্যয়গুলির সাহায্যে বাক্য রচনা কর :

কদা, বিনা, তত্র, পুরা, মা।

৪। নিচের পদগুলির অর্থ লেখ :

দিবা, নিকষা, অদ্য, ইব, শীঘ্রম্।

৫। অব্যয় কাকে বলে? পাঁচটি অব্যয়পদের বাক্যে প্রয়োগ দেখাও।

৬। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

(ক) আজ আমি যাব। (খ) তুমি কখন যাবে? (গ) দিনের বেলা ঘুমিয়ো না। (ঘ) গ্রামের নিকটে বিদ্যালয়। (ঙ) পুত্রের সঙ্গে পিতা যাচ্ছেন।

৭। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) দিবা নিদ্রাং ন গচ্ছ। (খ) গ্রামং নিকষা নদী। (গ) বালিকা পুনঃ পুনঃ রোদিতি। (ঘ) প্রাতর্ভ্রমণং কুরু। (ঙ) মিথ্যাভাষণং পাপম্।

সপ্তমঃ পাঠঃ

কারক-বিভক্তিঃ

১। কারক

প্রবীরঃ গচ্ছতি (প্রবীর যায়)।

বীণা বেদং পঠতি (বীণা বেদ পড়ছে)।

উপরের প্রথম উদাহরণে ‘গচ্ছতি’ ক্রিয়ার সম্পাদক ‘প্রবীরঃ’। সুতরাং ‘গচ্ছতি’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘প্রবীরঃ’ পদের সম্বন্ধ আছে। দ্বিতীয় উদাহরণে ‘পঠতি’ ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে ‘বীণা’। আবার ‘বেদং’ (বেদম্) পদটি ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের অবলম্বন। সুতরাং দেখা যায় ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘বীণা’ পদের সম্পর্ক আছে। আবার ‘বেদং’ (বেদম্) পদটি ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের অবলম্বন। সুতরাং দেখা যায় ‘পঠতি’ ক্রিয়াপদের সঙ্গে ‘বীণা’ ও ‘বেদং’ পদের সম্বন্ধ আছে। এরূপভাবে–

ক্রিয়ার সাথে বাক্যের অন্যান্য যে পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে, তাকে কারক বলে।

কারক ছয় প্রকার, যেমন– কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

(ক) কর্তৃকারক

যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে কর্তৃকারক বলে। যেমন– সূর্যঃ উদেতি (সূর্য উদিত হচ্ছে)। ছাত্রঃ পঠতি (ছাত্র পড়ছে)।

(খ) কর্মকারক

কর্তা যা করে তা কর্মকারক। সাধারণত ক্রিয়াপদকে ‘কি’ (কিম্) বা ‘কাকে’ (কম্) প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে কর্মকারক বলে। যেমন– ব্রাহ্মণঃ বেদং পঠতি (ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করছেন)। পিতা পুত্রম্ অপশ্যৎ (পিতা পুত্রকে দেখেছিলেন)।

(গ) করণকারক

কর্তা যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে করণকারক বলে। যেমন–

সঃ কুঠারেণ বৃক্ষং ছিনত্তি (সে কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করছে)। অহং লেখন্যা লিখামি (আমি কলম দ্বারা লিখছি)।

(ঘ) সম্প্রদান কারক

যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে কোন কিছু দান করা হয়, তাকে সম্প্রদান কারক বলে। যেমন– ভিক্ষুকায় ভিক্ষাং দেহি (ভিক্ষুককে ভিক্ষা দাও। রাজা বিপ্রায় গাং দদাতি (রাজা ব্রাহ্মণকে গরু দান করছেন)।

(ঙ) অপাদানকারক

যা থেকে কোন কিছু উৎপন্ন, ভীত, পতিত, শ্রুত প্রভৃতি বোঝায়, তাকে অপাদান কারক বলে। যেমন–

উৎপন্ন : মেঘাৎ বৃষ্টিঃ ভবতি (মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়)।

ভীত : শিশুঃ সর্পাৎ বিভেতি (শিশু সাপ থেকে ভয় পাচ্ছে)।

পতিত : বৃক্ষাৎ পত্রং পততি (গাছ থেকে পাতা পড়ছে)।

শ্রুত : সঃ মাতুঃ অশৃণোৎ (সে মায়ের নিকট থেকে শুনেছে)।

(চ) অধিকরণ কারক

যে-সময়ে, যে-স্থানে বা যে-বিষয়ে কোন কাজ সম্পন্ন হয়, সেই সময়, সেই স্থান ও সেই বিষয়কে অধিকরণকারক বলে। যেমন–

স্থান: বনে ব্যাঘ্রঃ বসতি (বনে বাঘ বাস করে)।

সময়: বসন্তে কোকিলঃ কূজতি (বসন্তে কোকিল ডাকে)।

বিষয়: সঃ ব্যাকরণে নিপুণঃ (সে ব্যাকরণে পারদর্শী)।

২। বিভক্তি

যে-সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম পদ এবং ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে, তাদের বিভক্তি বলা হয়। বিভক্তি প্রধানত দুই প্রকার– শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি। শব্দবিভক্তি শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম পদ গঠন করে এবং ক্রিয়াবিভক্তি ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ গঠন করে। শব্দবিভক্তি সাত প্রকার– প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ

(ক) প্রথমা বিভক্তি

১। যা ধাতুও নয়, প্রত্যয়ও নয়, অথচ যার অর্থ আছে, তাকে প্রাতিপদিক বলে। প্রাতিপদিক বোঝালে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন– লতা, ফলম্, নদী ইত্যাদি।

২। কর্তৃবাচ্যে কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন– বিহগাঃ কূজন্তি (‘পাখি সব করে রব’)। বালিকা পঠতি (বালিকাটি পড়ছে)।

৩। অব্যয়যোগে প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন– দশরথঃ ইতি রাজা আসীৎ (দশরথ নামে একজন রাজা ছিলেন)।

(খ) দ্বিতীয়া বিভক্তি

১। কর্তৃবাচ্যে কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন–
অহং পুস্তকং পঠামি (আমি বই পড়ছি)।
সঃ জলং পিবতি (সে জল পান করছে)।

২। ক্রিয়াবিশেষণে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন– বায়ুঃ মন্দং বহতি (বায়ু ধীরে বইছে)।
কোকিলঃ মধুরং কূজতি (কোকিল মধুর স্বরে কূজন করছে)।

৩। অভিতঃ (সম্মুখে), পরিতঃ (চারদিকে), প্রতি, ধিক্, নিকষা (নিকটে) প্রভৃতি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন–

গ্রাম্ অভিতঃ উদ্যানম্ (গ্রামের সম্মুখে বাগান)।

বিদ্যালয়ং পরিতঃ প্রাচীরম্ (বিদ্যালয়ের চারদিকে প্রাচীর)।

দীনং প্রতি দয়াং কুরু (দরিদ্রের প্রতি দয়া কর)।

পাপিনং ধিক্ (পাপীকে ধিক্)।

গ্রামং নিকষা নদী (গ্রামের নিকটে নদী)।

(গ) তৃতীয়া বিভক্তি

১। করণ কারকে প্রধানত তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন–

বয়ং নয়নেন পশ্যামঃ (আমরা চোখ দিয়ে দেখি)।

২। সহ, ঊন, হীন, অলম্ প্রভৃতি শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যেমন–

পুত্রেণ সহ পিতা গচ্ছতি (পুত্রের সঙ্গে পিতা যাচ্ছেন)।

একেন ঊনঃ (এক কম)।

বিদ্যয়া হীনঃ (বিদ্যা হীন)।

কলহেন অলম্ (বিবাদের প্রয়োজন নেই)।

(ঘ) চতুর্থী বিভক্তি

১। সম্প্রদান কারকে প্রধানত চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন–

তৃষ্ণার্তায় জলং দেহি (তৃষ্ণার্তকে জল দান কর)।

দরিদ্রায় বস্ত্রং দেহি (দরিদ্রকে বস্ত্র দাও)।

২। নিমিত্তার্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন–

অশ্বায় ঘাসঃ (ঘোড়ার জন্য ঘাস)।

কুণ্ডলায় হিরণ্যম্ (কুণ্ডলের জন্য স্বর্ণ)।

৩। নমস্ (নমঃ) শব্দযোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যেমন–

শিবায় নমঃ (শিবকে নমস্কার)।

সরস্বত্যৈ নমঃ (সরস্বতীকে নমস্কার)।

(ঙ) পঞ্চমী বিভক্তি

১। অপাদানে প্রধানত পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন–

ধর্মাৎ সুখং ভবতি (ধর্ম থেকে সুখ হয়)।

সঃ অশ্বাৎ অপতৎ (সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল)।

২। হেতু অর্থে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন–

শীতাৎ কম্পতে বৃদ্ধা (বৃদ্ধা শীতে কাঁপছেন)।

শোকাৎ ক্রন্দতি মাতা (মা শোকে কাঁদছেন)।

৩। ‘বহিস্’ শব্দযোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন–
সঃ গ্রামাৎ বহিঃ গচ্ছতি (সে গ্রামের বাইরে যাচ্ছে)।

(চ) ষষ্ঠী বিভক্তি

১। যে পদের ক্রিয়ার সাথে কোন সম্বন্ধ থাকে না তাকে সম্বন্ধ পদ বলে। সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়।
যেমন– মম পুস্তকম্ অস্তি (আমার পুস্তক আছে)।
এখানে ‘মম’ পদের সঙ্গে ‘অস্তি’ ক্রিয়াপদের কোন সম্বন্ধ নেই। সুতরাং ‘মম’ সম্বন্ধ পদ।

২। ‘তৃপ্’-ধাতুর যোগে বিকল্পে করণে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন–
ন অগ্নিঃ তৃপ্যতি কাষ্ঠানাম্ / কাষ্ঠৈঃ (অগ্নি কাষ্ঠসমূহের দ্বারা তৃপ্ত হয় না)।

(ছ) সপ্তমী বিভক্তি

১। অধিকরণ কারকে প্রধানত সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন–
গগনে চন্দ্রঃ উদেতি (আকাশে চাঁদ উঠেছে)।
বসন্তে কোকিলঃ কূজতি (বসন্তে কোকিল ডাকে)।

২। ‘নিপুণ’ শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন–
সঃ সংস্কৃতে নিপুণঃ (সে সংস্কৃতে দক্ষ)।

৩। একজাতীয় অনেকের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার নাম নির্ধারণ। নির্ধারণে ৭মী বিভক্তি হয়। যেমন–
কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ (কবিদের মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ)।

সংস্কৃতানুবাদ

বাংলা থেকে সংস্কৃতে অনুবাদ করার সময় বিভক্তি প্রয়োগের সূত্রগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
অনুবাদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত:

কর্তায় ১মা : বালকটি পড়ছে– বালকঃ পঠতি। চাঁদ উঠছে– চন্দ্রঃ উদেতি।

কর্মে ২য়া : আমি রামায়ণ পড়ছি– অহং রামায়ণং পঠামি। সে জল পান করছে– সঃ জলং পিবতি।

করণে ৩য়া : আমরা চোখ দিয়ে দেখি– বয়ং নেত্রাভ্যাং পশ্যামঃ। সে কলম দ্বারা চিঠি লেখে– সঃ লেখন্যা পত্রং লিখতি।

সম্প্রদানে ৪র্থী : ব্রাহ্মণকে গীতা দান কর– ব্রাহ্মণায় গীতাং দেহি। দরিদ্রকে অন্ন দান কর– দরিদ্রায় অন্নং দেহি।

অপাদানে ৫মী : গাছ থেকে পাতা পড়ে– বৃক্ষাৎ পত্রং পততি। পাপ থেকে দুঃখ হয়– পাপাৎ দুঃখং জায়তে।

সম্বন্ধে ষষ্ঠী : আমার বাড়িতে আস– মম গৃহম্ আগচ্ছ। এটি তার বাড়ি– ইদং তস্য গৃহম্।

অধিকরণে ৭মী : জলে মাছ থাকে– জলে মৎস্যঃ তিষ্ঠতি। পূর্ণিমাতে পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়– পূর্ণিমায়াং পূর্ণচন্দ্রঃ উদেতি।

অনুশীলনী

১। শুদ্ধ উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দাও :

ক) অধিকরণ কারকে প্রধানত ২য়া / ৩য়া / ৫মী / ৭মী বিভক্তি হয়।

খ) ক্রিয়ার সাথে যার সম্বন্ধ থাকে তাকে নিপাত / অব্যয় / কারক / উপসর্গ বলে।

গ) এক জাতীয় অনেকের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার নাম নির্ধারণ / সম্প্রদান / অপাদান / অধিকরণ।

ঘ) সরস্বতীং নমঃ / সরস্বত্যা নমঃ / সরস্বত্যৈ নমঃ / সরস্বস্তী নমঃ।

ঙ) বৃক্ষাৎ পততি / বৃক্ষে পতিত / বৃক্ষস্য পততি / বৃক্ষেণ পততি।

২। উদাহরণ দাও :

কর্মে ২য়া, নিকষা শব্দযোগে ২য়া, হেতু অর্থে ৫মী, সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী, নির্ধারণে ৭মী, অপাদানে ৫মী।

৩। মোটা হরফে লেখা পদসমূহের কারকসহ বিভক্তি নির্ণয় কর :

(ক) অহং **লেখন্যা** লিখামি। (খ) **মেঘাৎ** বৃষ্টিঃ ভবতি। (গ) বসন্তে **কোকিলঃ** কূজতি। (ঘ) **পুত্রেণ** সহ পিতা গচ্ছতি। (ঙ) সঃ **গ্রামাৎ** বহিঃ গচ্ছতি। (চ) সঃ **সংস্কৃতে** নিপুণঃ। (ছ) মম **পুস্তকম্** অস্তি। (জ) **শ্রীগুরবে** নমঃ।

৪। সংস্কৃতে অনুবাদ কর :

(ক) আমি মহাভারত পড়ছি। (খ) আমরা চোখ দিয়ে দেখি। (গ) দরিদ্রকে অন্ন দান কর। (ঘ) পাপ থেকে দুঃখ হয়। (ঙ) আমি গ্রামের বাইরে যাব। (চ) মাতাকে নমস্কার। (ছ) দুঃখ বিনা সুখ হয় না।

৫। বাংলায় অনুবাদ কর :

(ক) কোকিলঃ কূজতি। (খ) ব্রাহ্মণায় গীতাং দেহি। (গ) মম গৃহম্ আগচ্ছ। (ঘ) গ্রামং নিকষা বিদ্যালয়ঃ। (ঙ) কবিষু কালিদাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।

৬। সংজ্ঞা লেখ ও উদাহরণ দাও :

সম্প্রদান কারক, কর্মকারক, অধিকরণ কারক, করণ কারক, সমন্ধ পদ।

৭। কারক কাকে বলে? কারক কত প্রকার ও কি কি?

অভিধানিকা

অ

অচেষ্টত– চেষ্টা করেছিল। অতঃ– অতএব। অধাবৎ– দৌড়েছিল। অবদৎ– বলেছিল। অবশ্যমেব– অবশ্যই। অভবৎ– হয়েছিল।

আ

আগচ্ছন্– এসেছিল (বহু)। আর্তনাদম্– আর্ত চিৎকার। আনন্দিতঃ– প্রফুল।

ই

ইচ্ছামি– ইচ্ছা করি। ইত্যুক্ত্বা– এরূপ বলে।

ঈ

ঈশ্বরস্য– ঈশ্বরের।

উ

উচ্চৈঃ– উচ্চকণ্ঠে। উপদেশম্–উপদেশ।

উপায়েন– উপায়ের দ্বারা।

এ

একম্– এক। একমপি– একটিও।

ক

কণ্ঠাৎ– কণ্ঠ থেকে। কশ্চিৎ– কোনও। কারণম্– কারণ। কীদৃশানি– কিরূপ। কৃতবান্– করেছিল। ক্রোধঃ– কোপ।

খ

খাদিষ্যামি– খাব।

গ

গর্জনম্– গর্জন। গতঃ– গিয়েছিল।

চ

চ– এবং।

জ

জনান্– জনগণকে। জাগরিতঃ– নিন্দ্রা থেকে উত্থিত।

ত

তৎসমীপম্– তার নিকটে। তৎক্ষণমেব– সেই সময়েই। তন্মুখে– তার মুখে। তিষ্ঠতি– থাকে। তুল্যম্– মত। তেন– তার দ্বারা। ত্বয়া– তোমার দ্বারা।

দ

দুর্গয়া– দুর্গার দ্বারা। দ্রাক্ষালতাঃ– আঙুর ফলের লতাগুলি। দৈবাৎ– দৈববশতঃ।

ধ

ধৃতবান্– ধরেছিল।

ন

নখৈঃ– নখগুলির দ্বারা। নিযুক্তবান্– নিযুক্ত করেছিল। নিহতবান্– হত্যা করেছিল। নিক্ষিপ্তঃ– যা নিক্ষেপ করা হয়েছে।

প

পতিতম্– যা পড়েছে (ক্লীব)। পদাঘাতম্– পায়ের আঘাত। পাশমুক্তঃ– জাল থেকে মুক্ত। পুণ্যম্– পুণ্য (ক্লীব)। পুরীষম্– মল বা পায়খানা। পূজয়ন্তি– পূজা করে (বহু)। প্রতিদিনম্– প্রত্যেক দিন (ক্লীব)। প্রায়শঃ– প্রায়ই।

ফ

ফলম্– একটি ফল (ক্লীব)। ফলানি– ফলগুলি (ক্লীব, বহু)।

ব

বয়ম্– আমরা। বিরাজতে– বিরাজ করে বা শোভা পায়। বিশালম্– বড় (ক্লীব)। বিষ্ণুবিদ্বেষ-শিক্ষার্থং– বিষ্ণুর প্রতি বিদ্বেষভাব শিক্ষা করার জন্য। বৃক্ষান্– বৃক্ষগুলি। বেদ্যম্– জ্ঞাতব্য বা যাকে জানতে হবে (ক্লীব)।

ভ

ভণতি– বলে। ভবতু– হোক। ভবিতুম্– হতে। ভবিষ্যামি– হব। ভূমৌ– মাটিতে।

ম

মধুরাণি– মধুর (ক্লীব, বহু)। মনসি– মনে। মুখাৎ– মুখ থেকে। মেষান্– মেষগুলি।

য

যঃ– যে, যিনি। যেন– যার দ্বারা।

র

রাজদ্বারে– রাজবাড়িতে। রাজন্– হে রাজা।

ল

লম্ফম্– লাফ। লোকাঃ– লোকগণ।

শ

শব্দম্– শব্দ। শরাঘাতেন– তীরের আঘাতে। শ্মশানে– চিতায়। শ্যামলম্– সবুজ।

স

সর্বে– সকলে। সরস্বতীম্– সরস্বতীকে। স্ফটিকস্তম্ভাৎ– স্ফটিকস্তম্ভ থেকে। সিংহস্য– সিংহের। সুখেন– সুখে।

হ

হন্তুম্– হত্যা করতে।

ক্ষ

ক্ষণান্তরে– ক্ষণকাল পরে।

দ্রষ্টব্য : ক্লীব = ক্লীবলিঙ্গ। বহু = বহুবচন।

সমাপ্ত

সুষম খাবার খাই
সুস্থ সবল জীবন পাই ॥

শরীর সুস্থ রাখার জন্য বয়স, লিঙ্গ ও কাজের ধরন অনুযায়ী প্রতিদিনই আমাদের ছয়টি পুষ্টি উপাদান গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। অপুষ্টিকে প্রতিহত করার জন্য সুষম খাবার গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। সুষম খাবার আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও দেহ-মনকে সুস্থ সবল করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

কারো মনে কষ্ট দিওনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য